বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩

Annual Report 2012-13

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৪, ফাল্গুন ১৪২০

সাফল্যের ৫ বছর

সাফল্যচিত্র ২০০৯-১৩ (Achievements 2009-13)

ক্র.নং	সাফল্য চিত্র
সাফল্যচিত্র-১	**স্থায়ী আমানত বৃদ্ধি** হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ১২কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২১(একুশ) কোটিতে উন্নীত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১০সালে ৪(চার) কোটি এবং ২০১৩সালে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা প্রদান করায় স্থায়ী আমানতের এই বৃদ্ধি।
সাফল্যচিত্র-২	**শারদীয় দুর্গাপূজার অনুদান** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদয় হয়ে তাঁর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দুধর্মীয় জনগোষ্ঠির বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা,২০১৩ উপলক্ষে দুর্গামন্ডপে বিতরণের জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে এক কোটি ৫০লক্ষ টাকা (১,৫০,০০,০০০/-) প্রদান করেন। ২০০৮ সালে এই অনুদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০(ত্রিশ)লক্ষ টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে এই অনুদানের পরিমাণ এক কোটি টাকায় উন্নীত করেন এবং ২০১০ সালে হতে প্রতিবছর ১(এক)কোটি ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা করে প্রদান করে আসছেন। এই টাকা দেশের বিভিন্ন দুর্গা মন্দিরে/মন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।
সাফল্যচিত্র-৩	**জেলা পর্যায়ে শুভ জন্মাষ্টমীতে ট্রাস্টের আলোচনা সভা** শুভ জন্মাষ্টমীতে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে সরকারের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে জেলা প্রশাসনের সহায়তার ২০১২সালে প্রথমবারের মত জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবারও একইভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাস্তবায়িত এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে সরকারের ভাবমুর্ত্তি উজ্জ্বল করেছে এবং এটি সাম্প্রদায়িক সম্পীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।
সাফল্যচিত্র-৪	**জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবসে ট্রাস্টের বিশেষ প্রার্থনা সভা** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস প্রথমবারের মত জেলা পর্যায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ২০১২ সালে বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। এ বছরও বঙ্গবন্ধুর ৩৮তম শাহাদাৎ বার্ষিকী অনুরূপভাবে জেলা পর্যায়ে পালন করা হয়। জাতির পিতার প্রতি সম্মান জানাবার জন্যে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।
সাফল্যচিত্র-৫	**হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান বিতরণ** ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১৯৭টি প্রতিষ্ঠানে ১,২৪,১০,০০০/- টাকা বিতরন করা হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে ৬,৩১৮টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় সোয়া পাঁচ কোটি টাকা (৫,২৩,৮০,৬০০/-) বিতরন করা হয়েছে।
সাফল্যচিত্র-৬	**দুঃস্থ ব্যক্তির জন্য অনুদান প্রদান** ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬৫৭জন দুঃস্থের মধ্যে বিতরন করা হয়েছে ২৭,৫২,৫০০/-টাকা। ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে ২২৪০জন দুঃস্থের অনুকূলে প্রায় সোয়া চৌরাশী লক্ষ টাকা(৮৪,২৩,৫০০/-) টাকা বিতরন করা হয়েছে।
সাফল্যচিত্র-৭	**মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা** মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর আওতায় ২০০৯ াসল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছর সময়ে সারা দেশের ৫০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,২৯,৩৫০জন শিশুকে বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
সাফল্যচিত্র-৮	**মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা** মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর আওতায় ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছর সময়ে সারা দেশের ২৫০টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০,৩৭৫জন বয়স্ককে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩

Annual Report 2012-13

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৪, ফাল্গুন ১৪২০

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩
(Annual Report 2012-13)

প্রকাশকাল ঃ মার্চ, ২০১৪, (ফাল্গুন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ)।

পরিকল্পনা, বিন্যাস ও সম্পাদনা ঃ প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর (যুগ্মসচিব)
সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

গ্রাফিক্স ঃ অশোক চন্দ্র বালা।

মুদ্রণে ঃ কালার ওয়েব
শাব্বির টাওয়ার, ঢাকা।

Hindu Religious Welfare Trust
Established - 1983

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
এর প্রতি
ট্রাস্টের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম: ১৭ মার্চ ১৯২০ মৃত্যু: ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

বঙ্গবন্ধুর বাণী

"ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে; মুসলিম তার ধর্ম পালন করবে; খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ– যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না, বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায় না। রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে বাংলার বুকে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ যে তাকে প্রত্যাঘাত করবে, এ আমি বিশ্বাস করি।"

[খসড়া সংবিধান-প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে (১২অক্টোবর, ১৯৭২, গণপরিষদের অধিবেশনে)]

উৎস: "গণপরিষদ ও সংসদে বঙ্গবন্ধু" আনু মাহমুদ, প্রকাশ - একুশে বইমেলা, ২০১১।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	সূচনা	১১
২।	ট্রাস্ট তহবিল	১২
৩।	হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ অনুদান বিতরণ	১২
৪।	দুর্গাপূজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা বিতরণ	১৩
৫।	একনজরে ট্রাস্টের ২০১২-১৩ সালের আয়-ব্যয়	১৬
৬।	হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা	১৭
৭।	প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন	২১
৮।	প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান স্মরণে শোকসভা	২৭
৯।	জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন	২৯
১০।	জেলা পর্যায়ে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন	৩৯
১১।	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম	৫৮
১২।	ট্রাস্ট প্রকাশনা	৬১
১৩।	ট্রাস্টের অন্যান্য কার্যক্রম	৬২
১৪।	বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর গঠন ও কর্ম এলাকা	৬৪

Hindu Religious Welfare Trust
Established - 1983

**'Om Asato maa sad-gamaya;
Tamaso maa jyotir-ga-maya;
Mrtyor-maa amrutam gamaya-
Om Shaantih Shantih Shaantih.'**

O Lord Lead me from the unreal to the real.
Lead me from the darkness to Light.
Lead me from death to immortality.
May there be peace, peace, and perfect peace.

- The Upanishads.

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান
মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

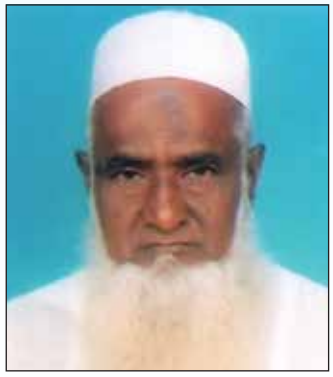

বাণী

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০১২-২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে এই প্রতিষ্ঠানের সারা বছরের কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটে উঠবে, যা ভবিষ্যতে পথচলায় দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। এটি অবশ্যই ট্রাস্টের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভবিষ্যতে এই প্রতিবেদন প্রতিবছর নিয়মিত প্রকাশিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলায় আমার মন্ত্রণালয়সহ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণে আন্তরিক সহযোগিতা করে চলেছেন। দুর্গাপূজার অনুদান বৃদ্ধিসহ স্থায়ী আমানত বৃদ্ধি করে তিনি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহূহের সংস্কারে ট্রাস্টের কার্যপরিধি বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমান সরকারের সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং তাঁদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি ট্রাস্টের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

০৩/০৮/১৩

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর প্রাক্তন মাননীয় চেয়ারম্যানের শুভেচ্ছা

বাণী

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর ২০১২-২০১৩ সালে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি খুব খুশী হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ধর্মনির্বিশেষে সাধারণ জনসাধারণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে দায়িত্বভার গ্রহণের পর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে দুর্গাপূজার জন্য প্রথমবারের মত এক কোটি টাকা অনুদান পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে প্রতিবছর এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা করে পাওয়া যাচ্ছে। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে এই অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ত্রিশ লক্ষ টাকা। তাছাড়া ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ১২ কোটি ঢাকা থেকে ২০১০ সালে ৪ (চার) কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয় এবং বর্তমান বছরে আরো ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের মেয়াদে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত একুশ কোটিতে উন্নীত হতে চলেছে। বর্তমান সরকার ২০১০ সালে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের ৩য় ফেজ সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। মোট কথা বর্তমান সরকারের সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সরকার আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

Hindu Religious Welfare Trust
Established - 1983

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বার্ষিক কর্মকান্ডকে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সচিব প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায়ে রাখায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর সার্বিক কার্যক্রমে চেয়ারম্যান হিসেবে গত পাঁচ বছর সম্পৃক্ত থাকতে পারায় আমি গৌরবান্বিত মনে করছি। আমি ট্রাস্টের ভবিষ্যত কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ শাহজাহান মিয়া এমপি
প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও
চেয়ারম্যান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা-১০০০।

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রথমবারের মত প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমাদের সংবিধান সকল ধর্মাবলম্বী নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করেছে। ট্রাস্টের মাধ্যমে সরকার হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা করছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। বিগত অর্থবছরের তথ্যচিত্র নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি মহতী উদ্যোগ। প্রথমবারের উদ্যোগ বিলম্বিত হলেও পরবর্তীতে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন অর্থবছর অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমি বর্তমান উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করছি। এ কাজে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাদের এবং বিশেষ করে ট্রাস্টের সচিবকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৪.০৩.১৪

চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রাক্তন সচিব মহোদয়ের শুভেচ্ছা

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা-১০০০।

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এ কারণেই হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। ট্রাস্ট সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণে অনুদান বিতরণসহ উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারে ও দুঃস্থ সহায়তায় দেড় কোটি টাকার বেশী পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে, যা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শারদীয় দুর্গাপূজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের অনুদান ট্রাস্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিতরণ করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় আইন-শৃংখলা রক্ষাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে প্রশাসনের পাশে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ সহযোগিতা করে আসছেন।

প্রথমবারের মত ট্রাস্টের ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ট্রাস্টের জবাবদিহীতা ও পরিচিতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

২২/১২/১৩

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব

বাণী

প্রথম বারের মত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি আনন্দের খবর। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে, অতীত ইতিহাস অস্পষ্ট হয়ে আছে, অনেক মহৎ কাজের তথ্য আমাদের অজানাই রয়ে গেছে, শুধুমাত্র ট্রাস্টের কোন প্রকাশনা না থাকায়। এদিক দিয়ে বর্তমান সচিবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়ন দেশে-বিদেশ প্রশংসিত হয়েছে। আমরা এ সাফল্যের গর্বিত অংশীদার। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি জননেত্রী শেখ হাসিনার কৃপাদৃষ্টির প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। আমি আশা করি, এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি জননেত্রী শেখ হাসিনার সহানুভূতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

আমি এই ট্রাস্টের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

4/3/14

বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা
ভাইস চেয়ারম্যান
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।

সম্পাদকীয়

বর্তমান সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া হয়েছে। যতটুকু জানা যায় অত্র ট্রাস্ট হতে ইতিপূর্বে কখনও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। তবে ২০০৬ সালে 'পরিচিতি ও অগ্রগতি' শীর্ষক একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে ট্রাস্টের সূচণা পর্ব থেকে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ট্রাস্টের অতীতকে স্মরণ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। অত্র ট্রাস্টে যোগদানের পর গত জুন, ২০১২ তে ট্রাস্টের পরিচিতিমূলক একটি ব্রোশিয়ার প্রকাশ করি। একই সময়ে ট্রাস্টের আইন ও বিধি নিয়ে ইংরেজি ভাষায় একটি বুকলেট প্রকাশ করি। ট্রাস্টের আইন ও বিধি সম্পর্কে সর্বসাধারণের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি কোন ট্রাস্ট হিসেবে বিবেচনা করেন। এমনকি সরকারি পর্যায়েও এ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি নেই বললেই চলে। উক্ত ব্রোশিয়ার ও আইন বুকলেট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারি অফিসে এবং সকল জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও ইউএনওদের প্রদান করা হয়।

প্রথম প্রয়াস হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হলেও এতে ২০০৯ সাল হতে অনেক তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। এরও বিশেষ কারণ রয়েছে। এ সময়ে ট্রাস্টের বেশ কিছু কার্যক্রম ট্রাস্টকে জনগণের মাঝে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ এনে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ২০০৯ সাল হতে দুর্গাপূজার অনুদান একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পৌঁছেছে। তাঁরই আন্তরিকতায় ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতও এমন একটি পর্যায়ে দাড়িয়েছে যা নিয়ে গর্ব করা যায়। এ ছাড়াও ২০১২সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস প্রথমবারের মত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলায় জেলায় উদযাপিত হয়েছে স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায়। অনুরূপভাবে ২০১২ সালে প্রথমবারের মত জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় জেলায় জেলায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে আলোচনা সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন করা হয়েছে। এসব আয়োজন জনসাধারণের মাঝে বর্তমান সরকারের ভাবমুর্ত্তি উজ্জ্বল করেছে এবং এসব উদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

সার্বিকভাবে বার্ষিক প্রতিবেদনের অনেক তথ্য বিস্তারিত সন্নিবেশিত করা যায়নি। আবার সুশৃঙ্খলভাবেও সকল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা যায়নি। এটি আমার ব্যর্থতা। বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্যগত বা উপাত্তগত যেসব ভুল-ত্রুটি রয়েছে, তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিণীত অনুরোধ জানাচ্ছি। অত্র প্রতিবেদন প্রকাশে অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য আমি ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, প্রাক্তন মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্জ মোঃ শাহজাহান মিয়া, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান, প্রাক্তন সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল, ট্রাস্টের মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা, সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী মানিকলাল সমদ্দার, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, শ্রী এস সি খানসহ অন্যান্য ট্রাস্টিদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা রয়েছে এবং এ ধারাবাহিকতা আমার বদলীর পরও চলমান থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। ট্রাস্টের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সবার অংশগ্রহণে এ প্রতিষ্ঠান দ্রুত এগিয়ে চলুক-এ প্রত্যাশায়

০৭/০৬/১৪

প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর
(সরকারের যুগ্মসচিব)
সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে গঠিত হয় 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট'। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

ট্রাস্টের প্রধান কার্যাবলি :

* হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা ;
* হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান;
* হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
* অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

বর্তমানে ট্রাস্ট হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান বিতরন ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে, যেমন:-

- শারদীয় দুর্গাপূজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান বিতরণ;
- মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা;
- দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণ;
- জাতীয় ও ধর্মীয় দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও জরিপ পরিচালনা;
- হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা/ সেমিনারের আয়োজন;
- হিন্দুধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান;
- ধর্মীয় গ্রন্থ ও প্রকাশনা মুদ্রণ ও প্রচার;
- সরকারী সাধারণ ছুটির হিন্দুধর্মীয় পর্বের তারিখ নির্ধারণে এবং দেবোত্তর আইনসহ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;
- শুভ জন্মাষ্টমী ও শারদীয় দুর্গাপূজায় বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান;
- রাজধানীর সরকারী অনুষ্ঠানে পবিত্র গীতা পাঠক মনোনয়ন প্রদান, ইত্যাদি।
- এছাড়াও সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজনিজ এলাকায় আইন-শৃংখলা রক্ষাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও প্রশাসনিক বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করছেন।

বোর্ড সভার একটি মূহুর্ত

অধ্যাদেশ অনুযায়ী ট্রাস্টের সকল কর্মকান্ডের দায়-দায়িত্ব বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর উপর ন্যাস্ত রয়েছে। প্রতি তিন বছর সময়কালের জন্য সরকার মনোনীত দেশের বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এ বোর্ড গঠন করা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকারবলে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করেন। ট্রাস্টিদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ট্রাস্টের নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার একজন উর্ধতন কর্মকর্তাকে সচিব হিসেবে প্রেষণে নিয়োজিত করে থাকে।

ট্রাস্টের তহবিল

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩এর ১০ধারা অনুযায়ী ট্রাস্টের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিম্নবর্ণিত উৎসের অর্থে একটি তহবিল গঠন করা হয়। ট্রাস্ট তহবিলের অর্থের উৎস হলো :-

(ক) সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ,
(খ) দান ও অনুদান এবং
(গ) বোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১০ সালে প্রদত্ত চার কোটি টাকাসহ ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত স্থায়ী আমানতের পরিমাণ দাড়ায় ১৬ (ষোল) কোটি টাকায়, যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে তফসিলী ব্যাংকে জমা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন ফলে ট্রাস্ট্রের স্থায়ী আমানত শীঘ্রই ২১ (একুশ) কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

এছাড়া সরকারের রাজস্ব তহবিল হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সাড়ে ৪৭লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণ

ট্রাস্ট তহবিল হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১১৯৭টি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে প্রায় সোয়াকোটি টাকা। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান প্রতি সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার টাকা হতে উর্ধ্বে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

ট্রাস্ট তহবিল হতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৬৫৭ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় সাতান্ন লক্ষ টাকার অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জনপ্রতি সর্বনিম্ন দুই হাজার টাকা হতে উর্ধ্বে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

গত পাঁচ বছরে ৬৩১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ৫,২৩,৮০,৬০০/- টাকা এবং ২২৪০জন দুঃস্থকে প্রদান করা হয়েছে ৮৪,২৩,৫০০/- টাকা।

প্রতিবছর অনুদান বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচে ছকাকারে ২০০৭-২০০৮ হতে অনুদান বিতরণের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো :

একনজরে অনুদান বিতরণের তথ্যচিত্র

ক্র. নং	অর্থ-বৎসর খ্রিস্টাব্দ	অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/দুঃস্থ ব্যক্তির সংখ্যা				সর্বমোট বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ
		প্রতিষ্ঠান	টাকার পরিমাণ	দুঃস্থ ব্যক্তি	টাকার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১.	২০০৭-০৮	১০৪৪টি	৭৩,১৯,৫০০/-	১২৫জন	২,৭৮,৫০০/-	৭৫,৯৮,০০০/-
২.	২০০৮-০৯	১,২০০টি	৭৫,০০,১০০/-	২১১জন	৫,০৫,৫০০/-	৮০,০৫,৬০০/-
৩.	২০০৯-১০	১,২৫৩টি	৭৮,৮০,৫০০/-	২৬৩জন	৮,৩৩,৫০০/-	৮৭,১৪,০০০/-
৪.	২০১০-১১	১,৪৬২টি	১,২৪,৯০,০০০/-	৪৭৩জন	১৭,১৩,০০০/-	১,৪২,০৩,০০০/-
৫.	২০১১-১২	১,২০৬টি	১,২১,০০,০০০/-	৬৩৬জন	২৬,১৯,০০০/-	১,৪৭,১৯,০০০/-
৬.	২০১২-১৩	১,১৯৭টি	১,২৪,১০,০০০/-	৬৫৭জন	২৭,৫২,৫০০/-	১,৫১,৬২,৫০০/-

- ২০১২-১৩সালে ট্রাস্টিভিত্তিক অনুদান বিতরণের সার-সংক্ষেপ পৃষ্ঠা ৩৮ এ সন্নিবেশিত হলো।
- উল্লেখ্য, অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে।

শারদীয় দুর্গাপূজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদয় হয়ে তাঁর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দুদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব

শারদীয়া দুর্গাপূজায় বিতরণের জন্য ২০০৯ সালে এক কোটি টাকা এবং পরবর্তীতে ২০১০সাল হতে প্রতি বছর এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ (দেড় কোটি) টাকা করে প্রদান করছেন। তৎপূর্বে ২০০৮সালে শারদীয় দুর্গাপূজায় মাত্র ৩০লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। ২০০৯ সাল হতে ২০১২সাল পর্যন্ত বর্তমান সরকারের মেয়াদে প্রাপ্ত মোট ৫ (পাঁচ) কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দুর্গাপূজায় দেশের বিভিন পূজামন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে। এই অনুদান হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং পূজায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এটি নিঃসন্দেহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার নিদর্শন এবং সরকারের আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ।

ক্রঃ নং	দুর্গাপূজার বছর	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বিতরণের মাধ্যম	দুর্গামন্ডপের আনুমানিক সংখ্যা
১.	২০০৮	৩০.০০	ট্রাস্টি ও জেলা প্রশাসক	২২,২০০
২.	২০০৯	১০০.০০	ট্রাস্টি ও জেলা প্রশাসক	২৩,০০০
৩.	২০১০	১৫০.০০	ট্রাস্টি ও জেলা প্রশাসক	২৪,০০০
৪.	২০১১	১৫০.০০	ট্রাস্টি ও জেলা প্রশাসক	২৫,৫০০
৫.	২০১২	১৫০.০০	ট্রাস্টি ও জেলা প্রশাসক	২৭,০০০

খানে উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের অক্টোবরেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শারদীয় দুর্গা পূজায় ১.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন যা দেশব্যাপী পূর্ববৎ পূজামন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

গত ০৮/১০/২০১২ তারিখের অনুষ্ঠিত ৭৭তম বোর্ড সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১.৫০(এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার মধ্য হতে ১৫(পনের লক্ষ) টাকা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মহোদয়ের ঐচ্ছিক বরাদ্দ রেখে অবশিষ্ট ১.৩৫ (এক কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা জেলাওয়ারী জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভাজন করে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বোর্ড সভায় ৩৮টি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টিগণ দুর্গা পূজার অনুদানের অর্থ নিজ তত্বাবধানে ও তদারকিতে বিতরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট ২৬টি জেলার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। জেলাভিত্তিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলাওয়ারী বিভাজন অপর পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হল।

২০১২ সালে দুর্গাপূজায় জেলাভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ/বিভাজন

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলার অনুকূলে বরাদ্দ	যিনি অনুদান বিতরণ করেন।
১.	ঢাকা মহানগর	২,৫৬,০০০/-	বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা, ভাইস চেয়ারম্যান
২.	ঢাকা জেলা	২,৫৬,০০০/-	শ্রী নির্মল কান্তি দাস, ট্রাস্টি
৩.	নারায়ণগঞ্জ	১,৭৪,৬০০/-	এ্যাড. নিভা রাণী বিশ্বাস, ট্রাস্টি
৪.	মুন্সিগঞ্জ	১,২৫,০০০/-	এ্যাড. নিভা রাণী বিশ্বাস, ট্রাস্টি
৫.	ফরিদপুর	২,০৭,০০০/-	এ্যাড. নিভা রাণী বিশ্বাস, ট্রাস্টি
৬.	**গাজীপুর**	**১,৬০,৬০০/-**	**জেলা প্রশাসক, গাজীপুর**
৭.	**নরসিংদী**	**১,৩১,৫০০/-**	**জেলা প্রশাসক, নরসিংদী**
৮.	**মানিকগঞ্জ**	**১,৫১,০০০/-**	**জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ**
৯.	**ময়মনসিংহ**	**১,৯৪,৩০০/-**	**জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ**
১১.	**কিশোরগঞ্জ**	**১,৮৬,২০০/-**	**জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ**
১২.	**নেত্রকোনা**	**২,৭৯,৩০০/-**	**জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা**
১৩.	**জামালপুর**	**৪৩,০০০/-**	**জেলা প্রশাসক, জামালপুর**
১৪.	টাংগাইল	২,৭২,৩০০/-	শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা, ট্রাস্টি
১৫.	শেরপুর	৩৯,০০০/-	শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা, ট্রাস্টি
১৬.	**রাজবাড়ী**	**১,২৩,৩০০/-**	**জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী**
১৭.	গোপালগঞ্জ	৪,৩২,৯০০/-	মিস আশালতা বৈদ্য, ট্রাস্টি
১৮.	মাদারীপুর	১,৬৬,৪০০/-	মিস আশালতা বৈদ্য, ট্রাস্টি
১৯.	শরিয়তপুর	৫৮,১০০/-	মিস আশালতা বৈদ্য, ট্রাস্টি
২০.	চট্রগ্রাম(উঃ)	৪,৬৫,৫০০/-	শ্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ, ট্রাস্টি
২১.	খাগড়াছড়ি	৯৮,৯০০/-	শ্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ, ট্রাস্টি
২২.	চট্রগ্রাম(দঃ)	৪,৬৫,৫০০/-	শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত, ট্রাস্টি
২৩.	কক্সবাজার	১,০১,০০০/-	শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত, ট্রাস্টি
২৪.	রাঙ্গামাটি	৪০,৭০০/-	শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত, ট্রাস্টি
২৫.	বান্দরবান	২৮,০০০/-	শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত, ট্রাস্টি
২৬.	কুমিলা	২,৭৯,৩০০/-	শ্রী নির্মল পাল, ট্রাস্টি
২৭.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	২,৩৭,৪০০/-	শ্রী নির্মল পাল, ট্রাস্টি
২৮.	চাঁদপুর	১,৬২,৯০০/-	শ্রী নির্মল পাল, ট্রাস্টি
২৯.	**নোয়াখালী**	**১,৫১,২০০/-**	**জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী**
৩০.	**লক্ষীপুর**	**৫৮,০০০/-**	**জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুর**
৩১.	**ফেনী**	**৯৮,৯০০/-**	**জেলা প্রশাসক, ফেনী**
৩২.	সিলেট	১,৮৬,২০০/-	শ্রী রাখাল চন্দ্র ঘোষ, ট্রাস্টি
৩৩.	সুনামগঞ্জ	৩,৩৭,৪০০/-	শ্রী রাখাল চন্দ্র ঘোষ, ট্রাস্টি
৩৪.	মৌলভীবাজার	৪,৮৮,৭০০/-	শ্রী রাখাল চন্দ্র ঘোষ, ট্রাস্টি
৩৫.	**হবিগঞ্জ**	**৩,৬০,৭০০/-**	**জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ**
৩৬.	ঊরিশাল	৩,২৫,৮০০/-	শ্রী বিপুল বিহারী হালদার, ট্রাস্টি
৩৭.	পিরোজপুর	২,৩২,৭০০/-	শ্রী বিপুল বিহারী হালদার, ট্রাস্টি
৩৮.	ভোলা	৮১,৪০০/-	শ্রী বিপুল বিহারী হালদার, ট্রাস্টি
৩৯.	ঝালকাঠি	৯০,০০০/-	শ্রী বিপুল বিহারী হালদার, ট্রাস্টি
৪০.	**পটুয়াখালী**	**১,২৫,০০০/-**	**জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী**
৪১.	**বরগুনা**	**৮১,৪০০/-**	**জেলা প্রশাসক, বরগুনা**
৪২.	রাজশাহী	১,৩৩,৮০০/-	শ্রী তপন কুমার সেন, ট্রাস্টি
৪৩.	নওগাঁ	৩,০২,৫০০/-	শ্রী তপন কুমার সেন, ট্রাস্টি
৪৪.	নাটোর	১,১৬,০০০/-	শ্রী তপন কুমার সেন, ট্রাস্টি
৪৫.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭০,০০০/-	শ্রী তপন কুমার সেন, ট্রাস্টি

ক্রমিক	জেলার নাম	জেলার অনুকূলে বরাদ্দ	যিনি অনুদান বিতরণ করেন।
৪৬.	বগুড়া	২,২১,১০০/-	শ্রী উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, ট্রাস্টি
৪৭.	জয়পুরহাট	৮৭,২০০/-	শ্রী উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, ট্রাস্টি
৪৮.	গাইবান্ধা	১,৭৪,৫০০/-	শ্রী উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, ট্রাস্টি
৪৯.	ঈাবনা	৯০,৭০০/-	শ্রী স্বপন কুমার রায়, ট্রাস্টি
৫০.	সিরাজগঞ্জ	১,৬২,৯০০/-	শ্রী স্বপন কুমার রায়, ট্রাস্টি
৫১.	**কুড়িগ্রাম**	**১,৫১,২০০/-**	**জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম**
৫২.	ওংপুর	২,৬৭,৬০০/-	এ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক বাবুসোনা, ট্রাস্টি
৫৩.	হীলফামারী	৩,০৮,৪০০/-	এ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক বাবুসোনা, ট্রাস্টি
৫৪.	**লালমনিরহাট**	**১,৮৬,২০০/-**	**জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট**
৫৫.	দিনাজপুর	৬,১০,৯০০/-	শ্রী স্বপন কুমার রায়, ট্রাস্টি
৫৬.	ঠাকুরগাঁও	৩,১৪,২০০/-	শ্রী স্বপন কুমার রায়, ট্রাস্টি
৫৭.	**পঞ্চগড়**	**১,৬২,৯০০/-**	**জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়**
৫৮.	**খুলনা**	**৬,২৮,৪০০/-**	**জেলা প্রশাসক, খুলনা**
৫৯.	**সাতক্ষীরা**	**৪,১৮,৯০০/-**	**জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা**
৬০.	**বাগেরহাট**	**৩,৫০,০০০/-**	**জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট**
৬১.	**যশোর**	**৩,৩৭,৪০০/-**	**জেলা প্রশাসক, যশোর**
৬২.	**মাগুরা**	**১,৮৬,২০০/-**	**জেলা প্রশাসক, মাগুরা**
৬৩.	নড়াইল	১,৬২,৯০০/-	মিস আশালতা বৈদ্য, ট্রাস্টি
৬৪.	**ঝিনাইদহ**	**১,৮৬,২০০/-**	**জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ**
৬৫.	**চুয়াডাঙ্গা**	**২৯,০০০/-**	**জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা**
৬৬.	**কুষ্টিয়া**	**৬৬,৩০০/-**	**জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া**
৬৭.	**মেহেরপুর**	**২১,৫০০/-**	**জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর**
মোট ঃ		**১,৩৫,০০,০০০/-**	

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুকূলে ঐচ্ছিক বরাদ্দের ১৫,০০,০০০/- টাকা বিভাজন/বিতরণ

বিবরণ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
দেশব্যাপী বিভিন্ন মন্দিরে নিজ তত্বধানে বিতরণ	৭,০০,০০০/-	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৪০টি মন্দিরে বিতরণ করা হয়।
বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা, ভাইস চেয়ারম্যানকে (নিজ তত্বাবধানে বিতরণের জন্য) বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে প্রদান।	৩,০০,০০০/-	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৬০টি দুর্গামন্দিরে বিতরণ করা হয়।
গোপালগঞ্জ জেলার দুর্গামন্দিরসমূহে বিতরণের জন্য জেলা বরাদ্দের অতিরিক্ত বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জকে প্রদান।	৩,০০,০০০/-	ব্যাংক ড্রাফ্ট এর মাধ্যমে প্রদান।
শ্রী শ্রী রমণা কালীমন্দির ও শ্রী আনন্দময়ী আশ্রম, ঢাকা।	৫০,০০০/-	চেকের মাধ্যমে প্রদান।
ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের জগন্নাথ হল সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা, ঢাকা।	৩৫,০০০/-	-ঐ-
শ্রীশ্রী গোবিন্দ ও দুর্গামন্দির, তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	২৫,০০০/-	-ঐ-
শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা।	২৫,০০০/-	-ঐ-
দয়াগঞ্জ শিবমন্দির, ঢাকা।	২৫,০০০/-	-ঐ-
শ্রীশ্রী তারাপিঠ মন্দির, শিকারপুর, উজিরপুর, বরিশাল।	২০,০০০/-	-ঐ-
শ্রীশ্রী বরদেশ্বরী কালীমন্দির, ঢাকা।	২০,০০০/-	-ঐ-

একনজরে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১২-২০১৩ সালের আয়-ব্যয়

আয়ের খাত	প্রকৃত আয় ২০১২-১৩	ব্যয়ের খাত	প্রকৃত ব্যয় ২০১২-১৩
২	৪	৬	৫
স্থায়ী আমানতের (ফিক্সড ডিপোজিট হতে প্রাপ্ত) লভ্যাংশ	১,৭৩,১৪,৪০০/-	হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত বাবদ অনুদান প্রদান।	১,২৪,১০,০০০/-
নিজস্ব এফডিআর হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ	২,২০,০০০/-	দুঃস্থ অনুদান বিতরণ	২৭,৫২,৫০০/-
দুর্গা পূজার অনুদান (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত)।	১,৫০,০০,০০০/-	২০১২ সালের শারদীয় দুর্গা পূজার দেশব্যাপী দুর্গামন্ডপে অনুদান হিসেবে বিতরণ।	১,৪৯,৯৯,৮০০/-
কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ভাতাসহ অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ সরকারী সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে প্রাপ্তি।	৪৭,৪৭,৮১২/-	বেতন ভাতাসহ অফিস ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসনিক ব্যয়	৪৭,৪৭,৮১২/-
মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে সরকারী বিশেষ বরাদ্দ	১৪,৪৫০/-	মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ব্যয়	১৪,৪৫০/-
সর্বমোট	৩,৭২,৯৬,৬৬২/-		৩,৪৯,২৪,৫৬২/-

এখানে উল্লেখ্য, সরকারের রাজস্ব খাতে (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩১৭৫-হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট খাতে সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে বরাদ্দকৃত অর্থ) প্রাপ্ত অর্থ শুধুমাত্র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অফিস ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে খরচ করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ ৩৫লক্ষ টাকা হতে ২০১২-১৩সালে ৪৭,৪৭,৮১২/- টাকায় এবং বর্তমান ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আর্কাইভ

১৯৮৩ সালে গঠিত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অতীতের গৌরবময় দিনগুলোর সকল তথ্য, উপাত্ত, ছবি স্মারক বা অন্যান্য নিদর্শন ট্রাস্টের সংগ্রহে নেই। এসব তথ্য, উপাত্ত, স্মৃতিময় ছবি, স্মারক বা অন্যান্য কোন নিদর্শন ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি আর্কাইভ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত আর্কাইভ-এ এসব সংগ্রহ যথাযথ গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর্কাইভে জমাদানকারী/দাতাকে আর্কাইভের একজন দাতা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হবে এবং ট্রাস্টের আর্কাইভ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

সেহেতু, ট্রাস্টের সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর সময়ের কোন তথ্য, উপাত্ত, ছবি, স্মারক, ক্রেষ্ট, মেমেনটো, পেপারকাটিং, ম্যাগাজিন, ভিডিও চিত্র, কার্যবিবরণী, তালিকা, পত্র পত্রিকা, ফর্মস বা অন্যান্য কোন নিদর্শন ইত্যাদি যদি কারো সংগ্রহে থাকে অনুগ্রহপূর্বক ট্রাস্ট আর্কাইভে জমা দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। দাতা ইচ্ছা করলে আর্কাইভ নমুনা জমা দিয়ে মূল কপি নিজ সংগ্রহে রাখতে পারবেন। আপনার স্বতঃস্ফুর্ত ও আন্তরিক সহযোগিতা অত্র ট্রাস্ট চিরদিন স্মরণে রাখবে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর
সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ফোনঃ ০২৯৬৭৭৪৪৯
ই-মেইল : hindutrustbd@ymail.com
hindutrustbd@gmail.com

হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' এর ৭৫তম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ট্রাস্টের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা শুরু করা হয়। পর্বভিত্তিক আলোচনা সভার সূচণা ঘটে গত ১৮/০৭/২০১২ তারিখে 'রথযাত্রা' পর্ব নিয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে। পর্বভিত্তিক দ্বিতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪/১০/২০১২ তারিখে 'মহালয়া' পর্ব নিয়ে। এসব সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পর্ব নিয়ে তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

প্রথম সভা : রথযাত্রা পর্ব

গত ১৮.০৭.২০১২খ্রিঃ রোজ বুধবার হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভার প্রথম অনুষ্ঠান ট্রাস্টের ১/আই পরিবাগস্থ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এবারের পর্ব ছিল 'রথযাত্রা'। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ট্রাস্টের সম্মাননীয় ট্রাস্টি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সম্মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা।

রথযাত্রা'র উপর আলোচনায় অংশ নেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব শ্রী রনজিত কুমার বিশ্বাস, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী প্রণব চক্রবর্তী, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শ্রী কানুতোষ মজুমদার, ট্রাস্টি ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, ট্রাস্টি শ্রী স্বপন কুমার রায় ও ট্রাস্টি এ্যাড. নিভা রানী বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাধবী রাণী চন্দ, বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ লেখক শ্রী তারাপদ আচার্য্য, সমাজ দর্পণ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক শ্রী বিমল চক্রবর্তী, অযাচক আশ্রম ট্রাস্ট বাংলাদেশ এর শ্রী প্রদীপ কুমার রায়, জাতীয় মহিলা সংস্থার পরিচালক শ্রী বিপুল চন্দ্র রায়, প্রাক্তন যুগ্ম সচিব শ্রী মোহিনী মোহন চক্রবর্তী, প্রফেসর রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এর জয় নিতাই গৌর দাস, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের স্বামী বেদময়ানন্দ (অমল মহারাজ), প্রাক্তন ট্রাস্টি শ্রী জিতেন্দ্র লাল ভৌমিক, প্রাক্তন সচিব শ্রী হীরালাল বালা, প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমেটিক সার্জারী ইউনিট প্রধান ডা: দীপক কুমার দাস, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব শ্রী রনজিত চন্দ্র গুহ, বাংলাদেশ সেবাশ্রম'র সভাপতি শ্রী সুশীল কুমার পাইক, স্বামীবাগ আশ্রমের সেবাইত শ্রী যশোদা নন্দন আচার্য, সনাতন কল্যাণ পরিষদের শ্রী নরেশ হালদার, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শ্রী স্বপন কুমার বড়াল, উপ প্রকল্প পরিচালক শ্রী রনজিত কুমার, শ্রী জয়ন্ত সেন, শ্রী ফণিভূষণ রায়, বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের উপসচিব শ্রী আনন্দ চন্দ্র বাউলসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রথযাত্রার উৎপত্তি, গুরুত্ব, লৌকিকতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচকবৃন্দ পারস্পরিক মত বিনিময় করেন। রথযাত্রা বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের মহামিলনের এক উৎসবে রূপ নিয়েছে, যেখানে সকল ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া যায়। বক্তাগণ আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাস্টের উদ্যোগে হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভার সূচণা করায় ট্রাস্ট সচিবকে ধন্যবাদ জানান এবং নিয়মিত এরূপ আয়োজন অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ট্রাস্ট সচিব শ্রী প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর বলেন আগে ঘরোয়াভাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলেও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক অনুমোদিত আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম হিসেবে আজকের সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি অত্র

অনুষ্ঠান আয়োজনে সহায়তা প্রদানের জন্য উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ ট্রাস্ট ও প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে পবিত্র গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করে শুনান ট্রাস্টের ফিল্ড অফিসার প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস। সভার শুরুতে ট্রাস্ট সচিব ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রথযাত্রার উপর প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন।

হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা
২য় সভা : মহালয়া পর্ব

'শুভ মহালয়া' উপলক্ষে গত ১৬ই অক্টোবর, ২০১২ তারিখে স্থানীয় হামদর্দ মিলনায়তনে আয়োজিত পর্বভিত্তিক আলোচনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শ্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি। উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সম্মানিত সভাপতি শ্রী কানুতোষ মজুমদার। এতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র নাথ ভদ্রের শ্রীশ্রী চন্ডীপাঠের পর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সচিব শ্রী প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি বলেন সম্প্রীতি ছাড়া দেশের উন্নতি হতে পারে না। তিনি দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়নের আহবান জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মহালয়ার উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। আলোচনায় অংশ নেন শ্রী প্রণব চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, স্বামী স্থিরাত্মানন্দ, উপাধ্যক্ষ্য, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকাসহ আরো অনেকে।

প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন শ্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি।

বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি কাজী হাবিবল আউয়াল
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়।

অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা।

দর্শকবৃন্দ ও উপস্থিতি।

হিন্দু ধর্মীয় পর্বভিত্তিক আলোচনা সভা : মহালয়া পর্ব

প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন

শুভ জন্মাষ্টমী, ১৪১৯ উদযাপন

শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ১২আগষ্ট, ২০১২ তারিখে রোববার বিকাল ৫-০০ ঘটিকায় ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়স্থ সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ধর্ম আলোচক অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ট্রাস্ট সচিব প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর। অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন মহাপ্রকাশ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বাংলাদেশ গীতাসংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নিত্যানন্দ বর্দ্ধন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী প্রণব চক্রবর্তী, ট্রাস্টি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, যুগ্ম সচিব প্রকৌ. জ্ঞান রঞ্জন, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের শিল্পী শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষাল, শ্রী বিপুল চন্দ্র রায়, শ্রী গণেশ চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক গুরুদাশ মন্ডল, মহাগুরু সংঘের শ্রী মনোঞ্জয় কৃষ্ণ দত্ত, আনন্দ মার্গের এসি সুজিতানন্দ অবধূত, শ্রী ফণীভূষণ রায়, শ্রী স্বপন কুমার বড়াল, প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ্য, এবারই প্রথমবারের সরকারী অথায়নে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা ও আয়োজনে প্রতিটি জেলায় (ঢাকা জেলা ব্যতীত) জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

Established - 1983

প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৪ আগস্ট মঙ্গলবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে'র উদ্যোগে এক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী প্রণব চক্রবর্তী ও অতিরিক্ত সচিব শ্রী ভীম চরণ রায়, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দীপক কুমার দাস, ট্রাস্টি শ্রী উজ্জল প্রসাদ কানু, প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব শ্রী রণজিৎ চন্দ্র গুহ, শ্রী মনঞ্জয় কৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ প্রদীপ কুমার রায়, শ্রী স্বপন কুমার বড়াল, শ্রী ফনি ভূষন রায়, শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস প্রমুখ। প্রার্থনা পরিচালনা করেন আনন্দমার্গের আচার্য সুজিতানন্দ অবধূত। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ট্রাস্টের সচিব প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর শুরুতে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও ঐতিহ্যসিক তথ্যাবলি তুলে ধরেণ । উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন এবং সোনার বাংলা গড়ায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

প্রার্থনা সভায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এর শোকাবহ দিনে নিহত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। একইসাথে দেশের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন কামনা করে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা জানানো হয়।

উল্লেখ্য যে, এবারই প্রথমবারের মত সরকারী অর্থায়নে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় প্রতিটি জেলায় (ঢাকা জেলা ব্যতীত) জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস, ২০১২ উদযাপন

মহান বিজয় দিবস, ২০১২ উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টে'র উদ্যোগে গত ১৭ডিসেম্বর, ২০১২ বিকাল ৩-০০টায় ট্রাস্টের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সচিব শ্রী হীরালাল বালা, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী প্রণব চক্রবর্তী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অসিত কুমার মুকুটমণি, ট্রাস্টি শ্রী রাখাল চন্দ্র ঘোষ, ট্রাস্টি শ্রী উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রী স্বপন কুমার বড়াল, এ্যাড. ডি এল চৌধুরী, শ্রী মনোঞ্জয় কৃষ্ণ দত্ত, শ্রী ধরণীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীদাম বণিক, প্রমুখ। বিশেষ প্রার্থনা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষাল। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ট্রাস্টের সচিব প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তারা বলেন মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের ভূমিকা খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষত হিন্দু নারীদের যেভাবে ক্ষতি করা হয়েছে তা বলার নয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু নারীদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ বিষয়ে অত্র ট্রাস্ট হতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। বক্তারা বলেন হিন্দুদের মধ্যে কোন রাজাকার নেই, কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। তারা দেশকে ভালবাসে। অতীতে অনেক বঞ্চনা এবং ক্ষতি স্বীকার করে হিন্দুরা প্রমাণ করেছে তারা দেশকে কতটা ভালবাসে। বক্তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র হাতকে শক্তিশালী করে দেশকে শোষনমুক্ত, সুখী সম্মৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

সভাপতির ভাষণে বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়নে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহবান জানান।

প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৩ উদযাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও প্রার্থনা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ট্রাস্টের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা এবং প্রার্থনা পরিচালনা করেন সম্মানিত ট্রাস্টি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। শুরুতেই শহীদ ভাষা সৈনিক সালাম, রফিক, বরকত, শফিক, জব্বার, শফিউরসহ পরবর্তী সময়ে শহীদ সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী সুশান্ত চন্দ্র খাঁ, সাবেক সচিব শ্রী হীরালাল বালা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী মনোজ সেনগুপ্ত, সমাজ দর্পণ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক শ্রী বিমল চক্রবর্তী, এডভোকেট জে.কে. পাল, প্রকল্প পরিচালক শ্রী স্বপন কুমার বড়াল, গীতা সংঘের শ্রী নিত্যানন্দ বর্দ্ধন, সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের সদস্য শ্রী গোপেশ চন্দ্র রায়, শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য, ডা. প্রদীপ কুমার রায়, ট্রাস্ট সচিব প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর, প্রমুখ। বক্তাগণ মাতৃভাষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বাংলা ভাষার উন্নয়নে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

সভায় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় প্রয়াত এ্যাড. ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে, যিনি ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান পার্লামেন্টে সর্বপ্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষনার আনুষ্ঠানিক দাবী তুলেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের পুরোধা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সবাই গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ভারতের আসাম রাজ্যে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৬১সালে শহীদ এগারো জনের কথাও সভায় স্মরণ করা হয়। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৯৯ সালে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা হয়।

শেষ পর্যায়ে ভাষাশহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারীর সাথে সবাই একত্রে তিন বার উচ্চারণ করেন -"দিব্যান্ লোকান্ তে গচ্ছন্তু।" অর্থাৎ শহীদদের আত্মা দিব্যলোক প্রাপ্ত হোক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন ট্রাস্টের ফিল্ড অফিসার শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের সহকারী পরিচালক শ্রীমতি কাকলী মজুমদার।

প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিন উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৩ উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ১৭মার্চ বিকাল ৪-৩০টায় ট্রাস্টের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা। শুরুতেই পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করে শুনান শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, সাবেক সচিব শ্রী হীরালাল বালা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী অসিত কুমার মুকুটমনি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. জ্ঞান রঞ্জন শীল, শ্রী দিলীপ ভদ্র, শ্রী স্বপন কুমার বড়াল, অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, শ্রী সুনীল দে, শ্রী মনোজ মন্ডল, সবুজ রায় প্রমুখ।

বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গবন্ধু। মহান এ নেতার বিভিন্ন গৌরবোজ্জ্বল দিক তুলে ধরে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার তাগিদ দেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ট্রাস্টের সচিব শ্রী প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও ট্রাস্টের আহ্বানে অদ্যকার সভায় যোগদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলোচনা সভার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেধ মুজিবুর রহমানের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা পরিচালনা করেন অধ্যাপক শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী। প্রার্থনায় সাম্প্রতিক সময়ে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের বর্বরোচিত হামলায় নিহত সকলের বিদেহীর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। প্রার্থনায় সমবেতভাবে সবাই বলেন-"দিব্যান্ লোকান্ তে গচ্ছন্তু।" অর্থাৎ সবাই দিব্য লোক প্রাপ্ত হোক।

প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০১৩ উদযাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ২৫/০৩/১৩ তারিখে এক আলোচনা সভা ট্রাস্টের ১/আই পরিবাগস্থ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সচিব শ্রী হীরালাল বালা, ট্রাস্টি শ্রী সুশান্ত চন্দ্র খাঁ, ট্রাস্ট সচিব শ্রী প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর, প্রকল্প পরিচালক শ্রী স্বপন কুমার বড়াল, প্রাক্তন যুগ্ম সচিব শ্রী রঞ্জিত কুমার গুহ, উপ প্রকল্প পরিচালক শ্রী রনজিৎ কুমার, অযাচক আশ্রমের ডা. প্রদীপ কুমার রায়, প্রাক্তন সরকারী কর্মকর্তা শ্রী সুনীল দে, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য, সহকারী পরিচালক শ্রীমতি কাকলী মজুমদার প্রমূখ।

বক্তাগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতার মূল চেতনা স্তব্ধ করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার স্বাধীনতার মূল চেতনা আবার ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মঠ, মন্দির) ও সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরোচিত আঘাতের তীব্র নিন্দা জানান। তিনি ২০০১সালে হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত হামলায় গঠিত কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান। তিনি ৩০লক্ষ মানুষের জীবন এবং ২লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, দেশের পাঁচ হাজারটি মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে এবং ২৫০টি গণশিক্ষা কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের মহাপ্রয়াণে
ট্রাস্টের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মোঃ জিল্লুর রহমান
জন্ম- ৯ মার্চ ১৯২৯ মৃত্যু - ২০ মার্চ ২০১৩

স্মৃতি জাগরূক

২০১২ সালে ৯ আগষ্ট তারিখে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বঙ্গভবনে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মত ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা

২০১২ সালে ২৪ অক্টোবর তারিখে শারদীয় দুর্গাপজার দশমীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মত ট্রাস্টের পক্ষে থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের প্রয়াণে শোক সভা

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের প্রয়াণে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে গত ২৪/০৩/১৩ তারিখে এক শোকসভা ট্রাস্টের ১/আই পরিবাগস্থ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সম্মানিত চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্জ এ্যাড. মোঃ শাহজাহান মিয়া এমপি। সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরাণ তেলাওয়াত করেন মাওলানা ইউছুপ রব্বানী ও পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন শ্রীমৎ কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী। মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, ট্রাস্টি ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, শ্রীশ্রী গীতা সংঘের শ্রী নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী গুরুসেবানন্দ, হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির শ্রী ডি এল চৌধুরী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষাল, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব এ্যাড. সৌমেন্দ্র লাল চন্দ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্রী প্রণব চক্রবর্তী, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শ্রী বাসুদেব ধর এবং ট্রাস্টের সচিব শ্রী প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরেন এবং ব্যক্তিগত সান্নিধ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রয়াণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। কি হিন্দু কি মুসলমান, তিনি সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখতেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহচর। তাঁর কোন অহমিকা ছিলনা। তিনি ছিলেন নম্র-ভদ্র, কিন্তু যেখানে ন্যায্য দাবী আদায়ের প্রশ্ন থাকতো সেখানে তিনি ছিলেন কঠিন, ঝুকি নিতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবার রয়েছে। প্রধান অতিথি প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতির অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার উল্লেখ করে বলেন বর্তমান সময়ে দেশে সম্প্রীতি বজায়ে রাখতে হবে। বর্তমানে যারা দেশে হানাহানি, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা করছে তাদের বিচার হবেই হবে।

সবশেষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা পরিচালনা করেন ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের পুরোহিত শ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী।

জেলা পর্যায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের ব্যানারে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন

গত ১৫আগস্ট, ২০১২ তারিখে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও আয়োজনে প্রথমবারের মত জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা ও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র নীচে তুলে ধরা হলো।

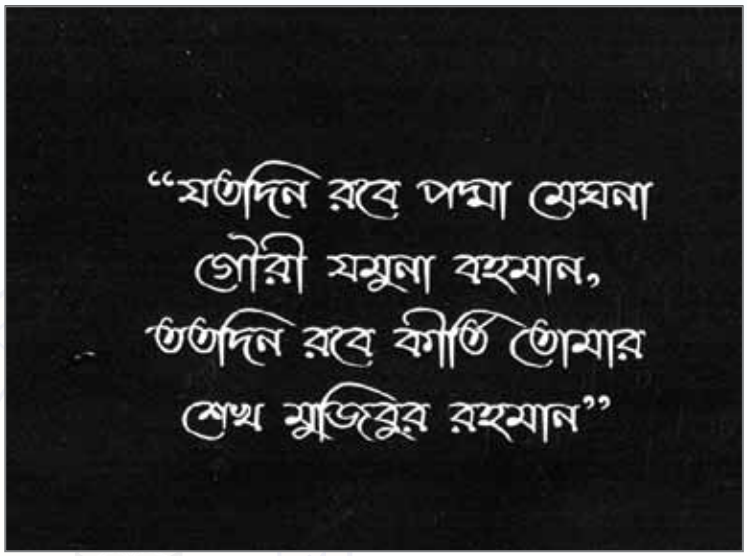

সুনামগঞ্জ :- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫আগষ্ট, ২০১২ বেলা বারটায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ এর সঙ্গে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সহযোগিতায় একত্রে পালিত হয়। জেলা প্রশাসন আয়োজিত আবুল হোসেন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভা পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। জনাব মনীষ চাকমা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সদর), জনাব শাহরিয়ার জামিল, সহকারী কমিশনার, জনাব একেএম হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকী, সহকারী পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রমুখ। সভায় জাতির পিতার জীবনাদর্শ ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। [তথ্যসূত্র : সহকারী পরিচালকের প্রেসবিজ্ঞপ্তি।]

পিরোজপুর :- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে সকালে স্থানীয় শ্রীশ্রী মদনমোহন জিউ মন্দির (আখড়াবাড়ী) হতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিন করে। বিকালে স্থানীয় কালীবাড়ী মন্দিরে ধর্মীয় সংগীত পরিবেশনা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত ৭ই আগষ্ট, ২০১২ জেলা প্রশাসক শ্রী অনল চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে প্রস্তুতিমূলক সভায় সকল কর্মসূচী সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রী নরেন্দ্র নাথ রায়কে সভাপতি করে ১৬সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
[তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যাববরণী।]

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ

নরসিংদী

পিরোজপুর

পিরোজপুর

বাগেরহাট

কুমিল্লা

চাঁদপুর

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

রাজশাহী ঃ- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে জেলা প্রশাসন ও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর আয়োজনে রাজশাহীর কুমারপাড়ার ঁরী বরদা কালিমাতা মন্দির মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুজিত কুমার সরকার। বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি শ্রী তপন কুমার সেন।

রাঙ্গামাটি ঃ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ২০১২ উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে আলোচনা সভা, মিলাদ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত।

নেত্রকোনা ঃ- গত ১৫আগষ্ট, ২০১২ তারিখে জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্ষিকীতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের সহকারী পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীরা একত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে এবং স্থানীয় মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। [তথ্যসূত্র : দৈনিক জননেত্র, ১৬/০৮/২০১২।]

কুমিল্লা ঃ- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ২৮/০৮/২০১২ তারিখে কুমিল্লার শ্রীশ্রী রাজ রাজরেশ্বরী কালীবাড়ী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) শ্রী সঞ্জয় কুমার ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টি শ্রী নির্মল পাল। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের সাবেক পরিচালক দেবব্রত দত্তগুপ্ত, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ তাপস বকশী, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. সুভাস বিশ্বাস, এ্যাড. গোপাল ভৌমিক। অনুষ্ঠানের শুরুতে গীতাপাঠ করেন কার্তিক চন্দ্র রায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক কাকলী রাণী মজুমদার। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানানোর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অবদান রয়েছে। বক্তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের শাহাদাৎবরণকারীদের আত্মার শান্তি কামনা করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমাদের কুমিল্লা ও দৈনিক রূপসী বাংলা, ২৯/০৮/২০১২।]

নওগাঁ ঃ- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫আগষ্ট, ২০১২ তারিখে সকাল এগারটায় স্থানীয় নওগাঁ সেবাশ্রম সংঘ প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) জনাব মোঃ তাহমিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থি ছিলেন নওগাঁ সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী দিগ্বিজয়ানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নওগাঁ সদরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেগম হাসিনা আক্তার। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সমন্বয় করেন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন রানা। আলোচনা সভা শেষে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

কিশোরগঞ্জ ঃ- বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ২০১২ উপলক্ষে স্থানীয় জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মূল আলোচনা সভা। সেখানে জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ছাড়াও বক্তব্য রাখেন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি এ্যাড, ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, প্রমুখ। এছাড়া জাতীয় শোক দিবসে স্থানীয় শ্রীশ্রী কালীমন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান ভক্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান। এর আগে স্বাধীনতার মহান স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক শোক র‍্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে।

নীলফামারী ঃ- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে নীলফামারীতে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হয় শোকর‍্যালী ও আলোচনা সভা।

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

হবিগঞ্জ ঃ- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে গত ১৫আগষ্ট, ২০১২ বুধবার সকাল ৯-৩০ ঘটিকায় জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ সদর-লাখাই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যড. মোঃ আবু জাহির এমপি। জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে জেলা প্রশাসক জনাব মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব তোফায়েল আহমেদ, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি এ্যাড. অহীন্দ্র দত্ত চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক শংকর পাল, এ্যাড. মূরলী ধর দাশ, এ্যাড. সুব্রত কুমার চক্রবর্তী, শ্রী অজিত কুমার পাল, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. স্বরাজ রঞ্জন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক অনুপ কুমার দেব মনা, শ্রীশ্রী মহাদেব ও শনি আখড়ার সভাপতি ডাঃ দিলীপ কুমার আচার্য, শ্রী দীপুল কুমার রায়, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের সহকারী পরিচালক শ্রী অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, প্রমুখ। বক্তাগণ অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবী জানান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সকলকেই ভূমিকা রাখতে হবে। অসাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আয়না, দৈনিক খোয়াই ও সহকারী পরিচালকের প্রেস বিজ্ঞপ্তি।]

চাঁদপুর ঃ- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্থানীয় গোপাল জিউর আখড়া মন্দিরে ১৫আগষ্ট,২০১২ বুধবার বিকালে এক আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী পরিচালক সাকুরন নেছা মুনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শ্রী প্রিয়তোষ সাহা। বক্তব্য রাখেন পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জীবন কানাই চক্রবর্তী, আখড়া কমিটির সদস্য সচিব চিররঞ্জন রায়, শ্রী নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রী তপন সরকার, শ্রী লক্ষণ চন্দ্র সূত্রধর, শ্রীমতি রূপালি চম্পক, বিমল চৌধুরী, গোপাল সাহা, সুশীল সাহা, প্রশান্ত সেন, প্রমুখ। পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। [তথ্যসূত্র : দৈনিক চাঁদপুর প্রবাহ, ১৬আগষ্ট, ২০১২ ও সাপ্তাহিক দিবাকণ্ঠ, ১৮আগষ্ট, ২০১২।]

খুলনা ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫আগষ্ট, ২০১২ বুধবার নগরীর টুটপাড়া গাছতলা মন্দির প্রাঙ্গণে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং খুলনা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উক্ত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা জেলা প্রশাসক জনাব মেজবাহ উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ হারুনুর রশীদ ও প্যানেল মেয়র জনাব আজমল আহমেদ তপন। স্বাগত বক্তৃতা করেন টুটপাড়া গাছতলা মন্দির কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ মহানগর সভাপতি অমিয় সরকার গোরা। বক্তৃতা করেন পূজা পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সুজিত কুমার সাহা, মহানগর পূজা পরিষদের সভাপতি শ্যামল হালদার, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কুমার কুন্ডু, দৈনিক পূর্বাঞ্চলের চীফ রিপোর্টার অমিয় কান্তি পাল, সাবেক সভাপতি গোপী কিষাণ মুন্ধড়া, জেলা পূজা পরিষদের সভাপতি বিজয় কুমার ঘোষ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ জেলা সভাপতি বিমান বিহারী রায় অমিত, সাধারণ সম্পাদক রতন কুমার মিত্র, এ্যাড. অলোকা নন্দা দাস প্রমুখ। (তথ্যসূত্র : দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১৬আগষ্ট, ২০১২))

কুড়িগ্রাম ঃ- কুড়িগ্রামে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও পূজা উদযাপন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুড়িগ্রাম কেন্দ্রীয় রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে অনষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মঈনুল হক আনছারী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি শ্রী দুলাল চন্দ্র রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর সম্পাদক ছানালাল বক্সী, পূজা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রবি বোস, মুক্তিযোদ্ধা নির্মল চন্দ্র, ডাঃ ফণিন্দ্র চন্দ্র রায়, দুলাল বোস, সাংবাদিক রবী রায় ও শ্যামল ভৌমিক, প্রমুখ্ বক্তারা বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে স্মৃতিচারন ও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রার্থনা। [তথ্যসূত্র : দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর, ১৬/০৮/২০১২খ্রিঃ।]

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

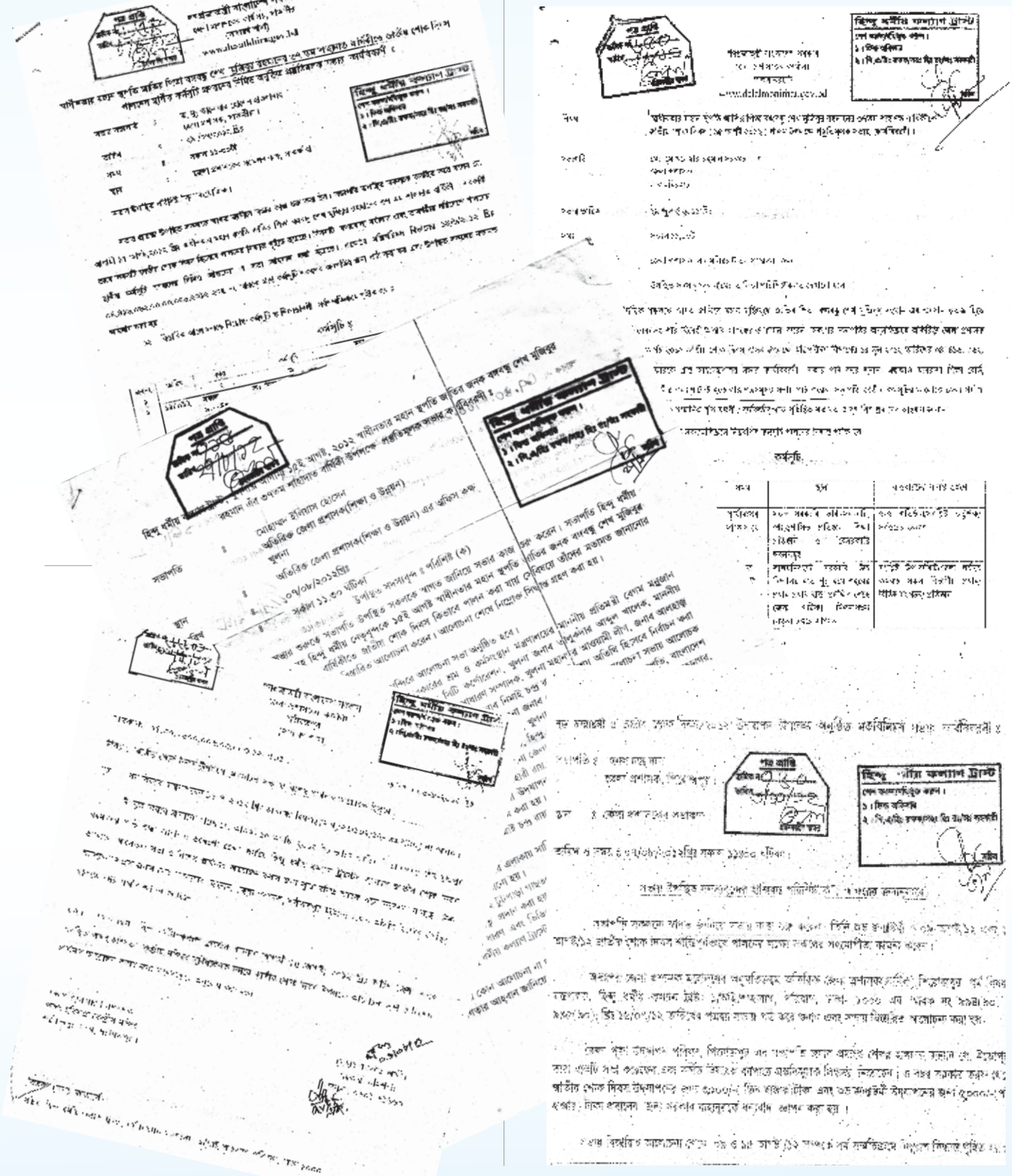

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

সুনামগঞ্জ

রাঙ্গামাটি

রাজশাহী

নওগাঁ

চাঁদপুর

নীলফামারী

কুড়িগ্রাম

কিশোরগঞ্জ

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

খুলনা

সুধী,

আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৩৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০১৩ পালন উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খুলনা কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত কর্মসূচির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব শেখ হারুনুর রশীদ, প্রশাসক, জেলা পরিষদ, খুলনা, জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, সভাপতি, খুলনা মহানগর আওয়ামীলীগ, জনাব এস এম মোস্তফা রশিদী সুজা, সাধারণ সম্পাদক, খুলনা জেলা আওয়ামীলীগ, জনাব আলহাজ্ব মিজানুর রহমান মিজান, সাধারণ সম্পাদক, খুলনা মহানগর আওয়ামীলীগ, জনাব আজমল আহমেদ তপন, মেয়র (ভারপ্রাপ্ত), খুলনা সিটি কর্পোরেশন উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনাব মেজবাহ উদ্দিন, জেলা প্রশাসক, খুলনা।

উক্ত অনুষ্ঠানসহ সকল অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।

যোগাযোগ :
০১৭২৭৩১৩৫১২

অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়
ট্রাস্টি, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

জেলা পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

মৌলভীবাজার ঃ- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্থানীয় মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় অডিটরিয়ামে বেলা ২-০০টায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে আলোচনা সভার আয়োজন। এর আগে গত ১লা আগষ্ট প্রস্তুতিমূলক সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক)কে আহবায়ক করে ২০সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিকে এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। [তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

সাতক্ষীরা ঃ- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পুরাতন সাতক্ষীরাস্থ মায়েরবাড়ী মন্দির প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা। এর আগে গত ২৯জুলাই প্রস্তুতিমূলক সভায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কে আহবায়ক এবং সহকারী পরিচালককে সদস্য-সচিব করে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

লালমনিরহাট ঃ- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্থানীয় গৌরীশংকর গোশালা সোসাইটিতে আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা। অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে ছিল হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং পূজা উদযাপন কমিটি। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। এর আগে গত ২৯জুলাই প্রস্তুতিমূলক সভায় জেলা প্রশাসক যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। [তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

শরীয়তপুর ঃ- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা সদরের পালং হরিসভা কেন্দ্রীয় মন্দিরে এক আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন। [তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অফিস স্মারক।]

ব্রাহ্মনবাড়িয়া ঃ- জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও বিশেষ প্রার্থনা সম্পন্ন হয়েছে। আলোচনা সভায় সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং মিডিয়া কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ :- ১৫আগষ্ট ২০১২, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান শ্রী কনক কান্তি দাস। সভাপতিত্ব করেন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক বেগম মৌসুমী সুলতানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রী প্রফুল্ল কুমার সরকার, সভাপতি, পূজা উদযাপন পরিষদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রী ঋষিকেশ বিশ্বাস, শ্রী সমীর কুমার কুন্ডু, জনাব শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন শ্রী অরবিন্দ কুমার সিংহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রী মনোতোষ রায়। সভা শেষে বিকেল সাড়ে পাচঁটায় বাবু অরবিন্দ কুমার সিংহ বিশেষ প্রার্থনা পরিচালনা করেন। [তথ্যসূত্র : প্রেসনোট]

মেহেরপুর জেলা :- মেহেরপুর পূজা উদযাপন পরিষদ এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরে এক আলোচনা সভা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা. রমেশ চন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন এ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, মাধব ভাস্কর, কার্তিক চন্দ্র মল্লিক, প্রমুখ। পরে সেখানে প্রার্থনার অনুষ্ঠিত হয়। [তথ্যসূত্র : দেশতথ্য, ১৬/০৮/২০১২।]

এছাড়াও মুন্সীগঞ্জ স্থানীয় শ্রীশ্রী জয়কালী মাতা মন্দির প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। কুষ্টিয়া, নড়াইল, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, নরসিংদী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজবাড়ী, শেরপুর, বরিশাল, ভোলা, দিনাজপুর, রংপুর, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, জয়পুরহাট, বাগেরহাট, যশোর, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, বরগুনা, মাদারীপুর, মানিগঞ্জ প্রভৃতি জেলায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মাঝে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের অনুদান বিতরণের হিসাব।

ক্রঃ নং	অনুদান মঞ্জুরকারীর নাম	পদবী	অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অনুদানের (টাকায়) পরিমাণ	অনুদানপ্রাপ্ত দুঃস্থ ব্যক্তির সংখ্যা	অনুদানের (টাকায়) পরিমাণ
১	আলহাজ্জ মোঃ শাহজাহান মিয়া এমপি	মাননীয় চেয়ারম্যান	৪৬	৬,৭৫,০০০/-	৪০	২,৪৭,০০০/-
২	বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা	মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান	৯০	১০,২৩,০০০/-	৩৩	২,০৩,০০০/-
৩	শ্রী ধীরাজ মালাকার	সম্মানিত ট্রাস্টি	২২	২,২০,০০০/-	২২	৬৯,০০০/-
৪	শ্রী মানিক লাল সমদ্দার	সম্মানিত ট্রাস্টি	৬২	৫,২৮,০০০/-	০৯	৫৪,০০০/-
৫	শ্রী এস, সি, খান	সম্মানিত ট্রাস্টি	৪৪	৩,১৭,০০০/-	২৯	৮৩,০০০/-
৬	অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী	সম্মানিত ট্রাস্টি	৪৭	৫,০৬,০০০/-	০৪	১৮,০০০/-
৭	শ্রী নির্মল কান্তি দাস	সম্মানিত ট্রাস্টি	৪৩	৪,৫৬,৬০০/-	২৩	১,২৬,০০০/-
৮	শ্রীমতি নিভা রানী বিশ্বাস	সম্মানিত ট্রাস্টি	৩৮	৪,৯৪,০০০/-	১৭	৬০,০০০/-
৯	শ্রী রথীশ চন্দ্র ভৌমিক	সম্মানিত ট্রাস্টি	৮৪	৬,৩৬,০০০/-	৩৩	১,০৯,৫০০/-
১০	শ্রী তপন কুমার সেন	সম্মানিত ট্রাস্টি	৬১	৫,২৮,০০০/-	২৭	৯৯,০০০/-
১১	শ্রী স্বপন কুমার রায়	সম্মানিত ট্রাস্টি	৬৬	৮,৯৩,০০০/-	৪১	২,৫১,০০০/-
১২	শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা	সম্মানিত ট্রাস্টি	৫২	৫,৩১,০০০/-	২৯	১,৩৫,০০০/-
১৩	শ্র সুবীর নন্দী	সম্মানিত ট্রাস্টি	৪৩	৩,৯২,০০০/-	১০	৩৬,০০০/-
১৪	শ্রী নিমাই চন্দ্র রায়	সম্মানিত ট্রাস্টি	১০১	৯,৩৫,০০০/-	১১৯	২,৪৩,০০০/-
১৫	শ্রী রাখাল দাশ গুপ্ত	সম্মানিত ট্রাস্টি	৭১	৫,৫৩,০০০/-	২২	১,৩৬,০০০/-
১৬	শ্রী নির্মল পাল	সম্মানিত ট্রাস্টি	৪৩	৪,৯৫,০০০/-	৪৫	১,৩৮,০০০/-
১৭	শ্রী উজ্জল প্রসাদ কানু	সম্মানিত ট্রাস্টি	২৬	৩,৮৫,০০০/-	২৪	১,১৩,০০০/-
১৮	শ্রীমতি প্রতিমা পাল মজুমদার	সম্মানিত ট্রাস্টি	২৫	২,৮৫,০০০/-	০৫	২৫,০০০/-
১৯	শ্রী বিপুল বিহারী হালদার	সম্মানিত ট্রাস্টি	৬১	৬,৩০,০০০/-	১৭	১,৩১,০০০/-
২০	শ্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ মন্টু	সম্মানিত ট্রাস্টি	৫৩	৪,৮৪,০০০/-	৩২	১,২৩,০০০/-
২১	শ্রী রাখাল চন্দ্র ঘোষ	সম্মানিত ট্রাস্টি	৫১,	৭,৪০,০০০/-	৪১	২,০২,০০০/-
২২	শ্রীমতি আশালতা বৈদ্য	সম্মানিত ট্রাস্টি	৬৫	৬,৩৭,০০০/-	৩০	১,২৬,০০০/-
২৩	শ্রী প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর	সচিব।	০৩	৭৫,০০০/-	০৫	২৫,০০০/-
	সর্বমোট=		১১৯৭	১,২৪,১০,০০০/-	৬৫৭	২৭,৫২,৫০০/-

জেলা পর্যায়ে প্রথমবারের মত হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রথমবারের মত ২০১২ সালে জেলা পর্যায়ে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন জেলার সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্যাদি নীচে তুলে ধরা হলো ঃ-

সিলেট ঃ- শ্রীশ্রী কৃষ্ণের জন্মাস্টমী মহোৎসব উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তায় ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সিলেট অডিটরিয়ামে ৯ আগস্ট ২০১২ তারিখে সকাল ১১-৩০টায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব খান মোহাম্মদ বিলাল।

প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেছেন সনাতন ধর্মের প্রাণ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আর্বিভূত হয়েছিলেন। এটি শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও একটি সার্বজনীন ধমীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে এই প্রথমবারের মত রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় সভার আয়োজন করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ করে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে চলতে হবে। অর্থমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ লালন করে সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান।

সিলেট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত

অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সহকারী কমিশনার জনাব মনির হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন সিলেট রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রনাথানন্দজী মহারাজ, ইসকন সিলেটের অধ্যক্ষ নবদ্বীপ দ্বীজ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ড. দিলীপ কুমার দাশ চৌধুরী, সুসেন চন্দ্র নম খোকন, সুকেশ চন্দ্র দেব, রাকেশ রায়, জ্যোতির্ময় বিশ্বাস, মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। সভার শুরুতে গীত পাঠ করেন অধ্যাপক রাকেশ চন্দ্র শর্মা।

এছাড়াও সিলেটে সার্বজনীন জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন সিলেট সিটি কপোরেশনের মেয়র বদর উদ্দিন কামরান। শোভাযাত্রাটি মহাপ্রভূ জিউর মন্দির মনিপুরী রাজবাড়ী থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমে গিয়ে শেষ হয়।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক সিলেট সংলাপ, দৈনিক সিলেট সুরমা, দৈনিক যুগভেরী, দৈনিক সিলেট বাণী, দৈনিক শ্যামল সিলেট, দৈনিক সিলেটের ডাক, ১০আগষ্ট, ২০১২।]

ঝিনাইদহ ঃ- গত ৯আগস্ট,২০১২খ্রি. তারিখে বিকাল ৪-০০টায় জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহের সম্মেলন কক্ষে 'শুভ জন্মাষ্টমী' পালন উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়। আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম। এছাড়া 'শুভ জন্মাষ্টমী'র তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন শ্রীমৎ স্বামী সদ্রুপানন্দ গিরিজী মহারাজ (সমরানন্দ ব্রহ্মচারী), শংকর মঠ ও মিশন সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, জনাব কনক কান্তি দাস, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ঝিনাইদহ প্রমুখ।

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

আলোচনা সভায় সরকারের এরূপ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এদেশে আমরা সকল ধর্মের নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম সম্প্রীতির সাথে পালন করব এটাই আমাদের কাম্য। ঝিনাইদহ জেলার সকল সরকারি অফিস/আধাসরকারি অফিস/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সুধিসমাজ, ইলেকট্রনিক্স/প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, হিন্দু ধর্মীয় সকল সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ ও সাধারণ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। ঝিনাইদহ জেলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠানটি সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আলোচনা সভায় সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক জনাব খাজা আব্দুল হান্নান।

এছাড়াও ঝিনাইদহে বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে বিকেল তিনটায় অংশ নেন জেলা প্রশাসক জনাব খাজা আব্দুল হান্নান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান কণক কান্তি দাস, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শ্রী কালাচাঁদ সিংহ, সহকারী পুলিশ সুপার জনাব আব্দুল হালিম মোল্লা, সদর থানার ওসি (তদন্ত) শ্রী সুনীত কুমার গায়েন প্রমুখ।

[তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের প্রেসবিজ্ঞপ্তি ও দৈনিক মাথাভাঙ্গা'য় প্রকাশিত প্রতিবেদন।]

হবিগঞ্জ ঃ- শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে গত ৯আগষ্ট ২০১২খ্রিঃ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.০০ঘটিকায় জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ সদর-লাখাই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাড. মোঃ আবু জাহির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামরুল আমীন, পুলিশ সুপার এবং জনাব অহীন্দ্র দত্ত চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ।

প্রধান অতিথির ভাষণে এ্যাড. মোঃ আবু জাহির এমপি বলেছেন, ধর্মীয় আচার আচরণ মানুষকে বিনয়ী করে। কোন ব্যক্তি তার নিজ ধর্ম যথাযথ ভাবে পালন করলে কখনোই অন্যের ক্ষতি করতে পারেনা। বোমাবাজী, সন্ত্রাসী, হানাহানিকে কোন ধর্মই স্বীকৃতি দেয় না। বর্তমান সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আর তাই শুভ জন্মাষ্টমী রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, যারা ধর্মকে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হবিগঞ্জের উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, হবিগঞ্জ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শহর। এখানে সকল ধর্মের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে আসছে। এই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করতে আমাদেরকে একযোগে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ছিলেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবাত্মানন্দজী মহারাজ। বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর নিখিল ভট্টাচার্য, ইসকন অধ্যক্ষ উদয় গৌর ব্রহ্মচারী, এ্যাড. সুব্রত কুমার চক্রবর্তী ও জন্মাষ্টমী উদযাপন কমিটির আহবায়ক অজিত কুমার পাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক অভিজিত কুমার বিশ্বাস। প্রদীপ দাশ সাগরের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করেন প্রমথ সরকার। আলোচনা সভায় বিভিন্ন স্তরের শতাধিক হিন্দু ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তাগণ বলেন, জন্মাষ্টমীর শুভ তিথিতে আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির চর্চা করতে হবে। অসুরকে বিনাশ করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ। আমাদের তা যথাযথভাবে লালন করতে হবে। বক্তাগণ প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় শুভ জন্মাষ্টমী পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এর আগে সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে ঘাটিয়া বাজারে এসে শেষ হয়। এতে সংসদ সদস্য এ্যাড.

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

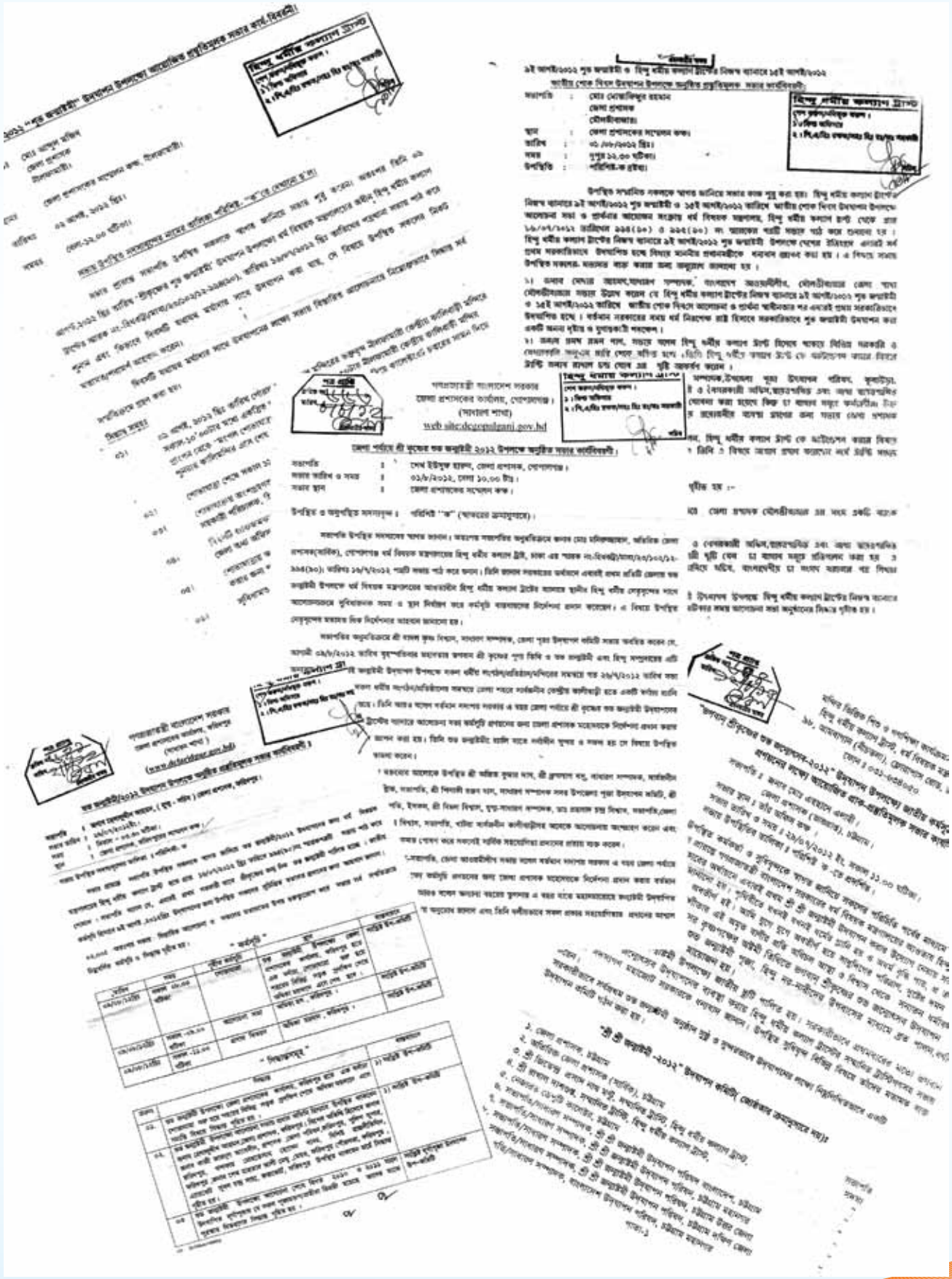

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

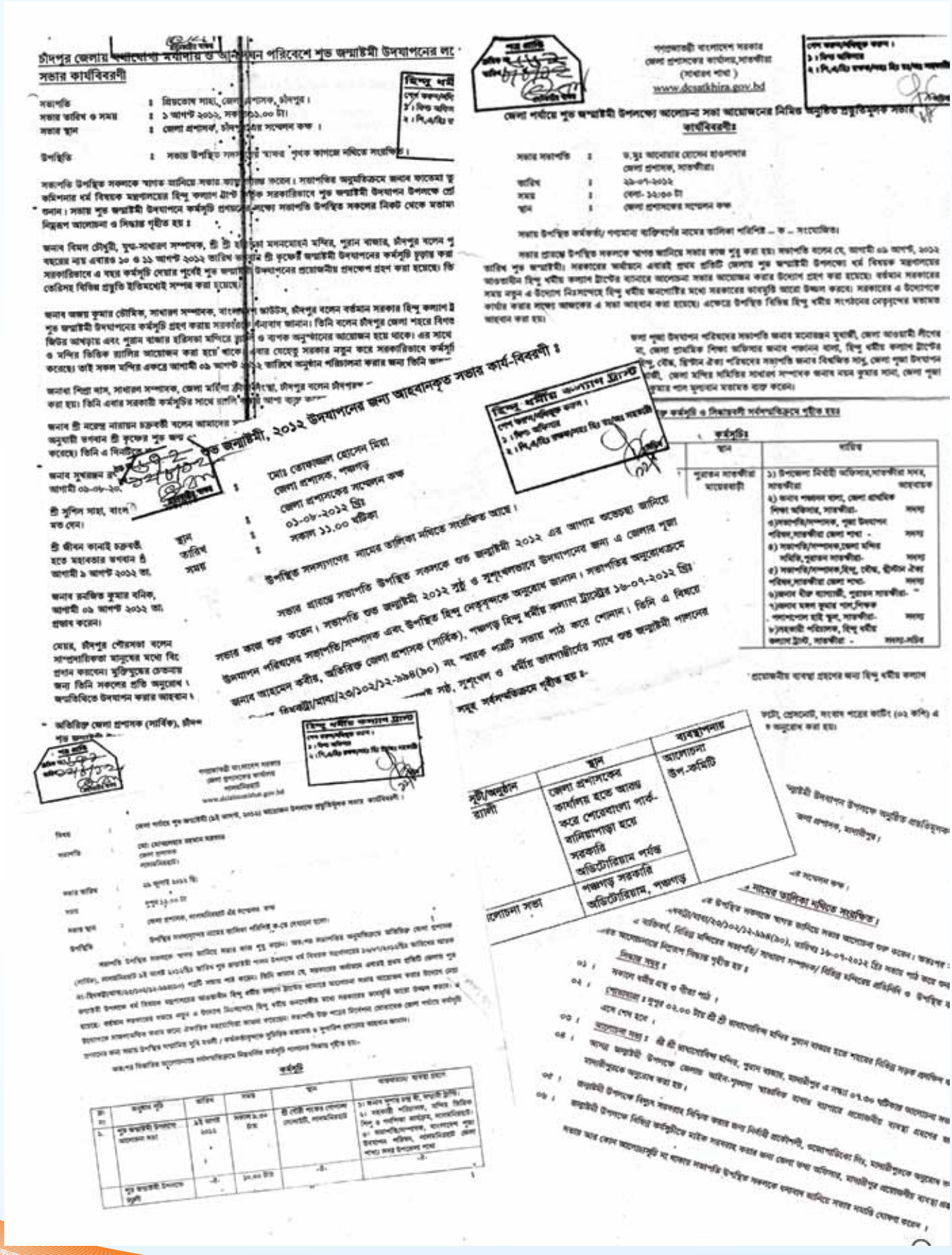

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

আবু জাহির, জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক শংকর পালসহ নানা পেশার হিন্দু ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক আয়না; দৈনিক প্রভাকর; দৈনিক হবিগঞ্জ এক্সপ্রেস, দৈনিক খোয়াই ও সুরমা টাইমস্ ১০আগষ্ট, ২০১২ এবং সহকারী পরিচালকের প্রতিবেদন।]

ঠাকুরগাঁও ঃ- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়) এর তত্বাবধানে এবং বাস্তবায়নে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গোধুলী বাজার শ্রীশ্রী রাম মন্দিরে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মনতোষ কুমার দে। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব বাসুদেব ব্যনার্জী এবং নিতিশ কুমার বকসী (মুকুল)। অনুষ্ঠান সহযোগিতায় ছিল মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, ঠাকুরগাঁও।

(তথ্যসূত্র : লোকায়ন, দৈনিক পত্রিকা, ১১আগস্ট, ২০১২)।

সুনামগঞ্জ ঃ- সারা দেশের ন্যায় সুনামগঞ্জের সরকারী উদ্যোগে এই প্রথমবারের মতো পালিত হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন আলোচনা সভার আয়োজন করে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মানুষরূপে আর্বিভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। দিবসটি হিন্দু ধর্মীয় লোকেরা বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে প্রতিবছর পালন করলেও এবার সরকারী উদ্যোগে এবং সর্বাত্মক সহযোগিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মনীষ চাকমা। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকীর পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী বলেছেন, আল্লাহ ভগবান আর ঋষি-মনীষী যাই বলেন না কেন তারা কখনও অসৎ কাজের নির্দেশ করে যাননি। সৎ কাজের নির্দেশই দিয়ে গেছেন। ধর্মভীরুরা কখনও অন্য ধর্মের সমালোচনা করেন না, অন্য ধর্মের লোকদের কটু কথা বলেন না। প্রত্যেক ধর্মে মানব সেবার কথাই বলা হয়েছে। মানব সেবাই হচ্ছে উত্তম সেবা। তিনি প্রথমবারের মতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী সরকারী উদ্যোগ ও সহযোগিতায় পালিত হওয়ায় এবং ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত হওয়ায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতে ব্যাপক পরিসরে এ অনুষ্ঠান পালন করার আহবান জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আলোচনায় ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দের মধ্যে আরো অংশ নেন হৃদয়ানন্দ মহারাজ, এ্যাড. স্বপন কুমার দেব, এ্যাড. সুরেশ দাস, হীরেন্দ্র কুমার দেব সমীর, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, এ্যাড. মলয় চক্রবর্তী রাজু প্রমুখ। এর আগে তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্তনসহ কালিবাড়ী পরিচালনা কমিটি ও ইসকনের যৌথ উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালী শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় পৌছে শেষ হয়।

(তথ্যসূত্র : সাপ্তাহিক সুনামকণ্ঠ ১৪ আগস্ট, ২০১২)।

পাবনা ঃ- মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন উপলক্ষে প্রথমে মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে সকাল ১০.০০টায় শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, শালগারিয়া হতে জয়কালী বাড়ী পর্যন্ত শোভাযাত্রা বের করা হয়। অতঃপর জেলা প্রশাসন ও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, পাবনার সহযোগিতায় কুইজ প্রতিযোগিতা, কৃষ্ণ সাজ প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১.০০টা হতে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় ৪-৬বছর সয়সী ৪৬জন শিশু অংশগ্রহণ করে। বিকাল ৪-০০টায় কৃষ্ণ সাজ প্রতিযোগিতায় ১৯জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

বিকাল ৫টায় সহকারী পরিচালক শ্রী সনজিৎ কুমার সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী প্রশান্ত কুমার দত্ত, শ্রী কৃষ্ণ কুমার স্যান্নাল, শ্রী বিনয়জ্যোতি কুন্ডু ও শ্রী সৌমেন কুমার সাহা ভানু।

আলোচনা সভা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতা ও কৃষ্ণ সাজ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে প্রতাপ কুমার ঘোষ, অদিতি দাস ও সঞ্চারী সরকার। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ সাজ প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ করে যথাক্রমে স্মৃতি রাণী

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

সিংহ, আপন দত্ত ও ঋষি সরকার। অতঃপর বিজয়ীদের হাতে জেলা প্রশাসক মহোদয় পুরস্কার ও সনদ তুলে দেন। পরিশেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[তথ্যসূত্র :- সহকারী পরিচালক, মন্দিভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর প্রেসবিজ্ঞপ্তি।]

কুমিল্লা ঃ- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়, কুমিল্লা কার্যালয়ে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর কুমিল্লার ট্রাস্টি শ্রী নির্মল পাল। আলোচনায় অংশ নেন সহকারী পরিচালক কাকলী রাণী মজুমদার, ফিল্ড সুপারভাইজার রাখাল চন্দ্র বর্মনসহ অন্যান্যরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্দিরভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

[তথ্যসূত্র :- দৈনিক আমাদের কুমিল্লা, ১৫ আগস্ট, ২০১২]

পিরোজপুর ঃ- শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পিরোজপুরে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রায় অংশ নেন স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব এমএ আউয়াল এমপি। দিনের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠন। সকল অনুষ্ঠানে প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

কুড়িগ্রাম ঃ- কুড়িগ্রাম জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কুড়িগ্রাম সদরে শুভ জন্মাষ্টমী পালন উপলক্ষে কর্মসূচীর মধ্যে ছিল কুড়িগ্রাম রাধাগোবিন্দ মন্দির (কেন্দ্রীয় মন্দির) হতে সকাল ১১টায় বণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং ১২টায় আলোচনা সভা, সন্ধ্যায় কীর্তন, গীতাপাঠসহ প্রসাদ বিতরণ, গরীব দুঃখী মানুষের মধ্যে অন্ন বিতরণ।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রায় অংশ নেন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে সহকারী পরিচালক আতাউর রহমান, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি গবা পান্ডে, সহ-সভাপতি দুলাল কর্মকার, সাধারণ সম্পাদক রবি বোস, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ছানালাল বকশী, সাধারণ সম্পাদক অলক সরকারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন মন্দির থেকে আগত নেতৃবৃন্দ।

শোভাযাত্রা শেষে মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে সকল ধর্মের মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি যার যার ধর্ম নিষ্টার সাথে পালনের আহবান জানিয়ে বলেন বর্তমান সরকার প্রতিটি ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের নিশ্চয়তা দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ছানালাল বকশী, আতাউর রহমান, রমেশ চন্দ্র সরকার, সতীর্থ কুমার, রবি বোস। [তথ্যসূত্র : দৈনিক কুড়িগ্রাম, ১১/০৮/২০১২]

মেহেরপুর ঃ- শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিন শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ৯আগষ্ট, ২০১২ তারিখ বৃহস্পতিবার হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে মেহেরপুর শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দিরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা. রমেশ চন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন এ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, মাধব ভাস্কর, কার্তিক চন্দ্র মল্লিক, তপন দত্ত প্রমুখ। পরে সেখানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। (তথ্যসূত্র : দৈনিক মাথাভাঙ্গা ও দৈনিক দেশতথ্য, ১০আগস্ট, ২০১২)।

চট্টগ্রাম ঃ- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আয়োজনে সকাল ১০-০০টায় আন্দরকিল্লা মোড় হতে মহা শোভাযাত্রা এবং বিকালে মুসলিম ইনস্টিটিউটে মহতী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ ফয়েজ আহম্মদ এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. অনুপম সেন।

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

এদিকে জেএমএস হল থেকে সকাল ১১টায় লাখো ভক্তের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নগরীতে ঐতিহ্যবাহী জন্মাষ্টমীর মহাশোভাযাত্রা বের করে জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ। রঙ বেরঙের বেলুন, পায়রা ও পতাকা উড়িয়ে মহাশোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। মহাশোভাযাত্রার র‍্যালীতে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সের নারী-পুরুষ নানান রঙে-নানান সাজে মঙ্গল আরতিসহ নামকীর্তন সহকারে অংশ নেন। নগরী ও জেলার বিভিন্ন মঠ-মন্দির থেকে বর্ণিল সাজে কেউ ট্রাকে, ভ্যানে, করে শোভযাত্রায় অংশ নেয়। শোভাযাত্রায় ছোট-বড় ছেলে মেয়েরা শ্রীকৃষ্ণের যুগল মুর্তিসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি সেজে নেচে-গেয়ে পুরো র‍্যালীতে অন্যায়, অবিচার, অসত্য, অসুন্দর ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানানো হয়।

মহাশোভাযাত্রা উপ-পরিষদের আহবায়ক বিমল কান্তি দে'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা পরিষদের প্রশাসক এম এ সালাম, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহম্মদ, অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক শাহজাদা মহিউদ্দিন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি রাখাল দাশগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন, জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সভাপতি দেবাশীষ পালিত, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. চন্দন তালুকদারসহ আরো অনেকে। এবারের শুভ জন্মাষ্টমী পালনের জন্য গত ২৯জুলাই প্রস্তুতিমূলক সভায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও মন্দিভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের সহকারী পরিচালককে সদস্য-সচিব করে এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টিদ্বয়, শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক ও অন্যান্য বিশিষ্ট হিন্দু সমন্বয়ে ১৫সদস্যের একটি উদযাপন কমিটি গঠন করে জন্মাষ্টমীর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক আজাদী, ১০আগষ্ট, ২০১২ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী]

পঞ্চগড় ঃ- মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি ও দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় জেলা প্রশাসন ও পূজা উদযাপন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পঞ্চগড় সরকারী অডিটরিয়ামের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল গত ৯আগষ্ট,২০১২ সকাল ১০-০০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গন হতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী। এদিকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব গাম্ভির্যের মধ্যে উদযাপনের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গত ১লা আগষ্ট এক প্রস্তুতিমূলক সভায় কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব গুল্লার সিংহকে সভাপতি করে ১৮সদস্যের এক আলোচনা উপ-কমিটি গঠন করে আলোচনা সভার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

[তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

নওগাঁ ঃ- গত ৯আগষ্ট,২০১২ তারিখে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বুড়া কালিমাতা মন্দির, কালিতলায় অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৪৬-নওগাঁ-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বর্ষিয়ান নেতা মুক্তিযোদ্ধা জনাব এমএ জলিল এমপি। প্রয়াত এম এ জলিল মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে শুভ জন্মাষ্টমীর এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করেছিলেন। স্থানীয় ওঁশ্রীশ্রী বুড়া কালীমাতা মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় হিন্দু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। [তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসনের পত্র ও ছবি।]

ফরিদপুর ঃ- ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব হেলালুদ্দীন আহমেদ (যুগ্মসচিব) এর নেতৃত্বে গত ৯আগষ্ট, ২০১২ তারিখে সকাল ৮-০০টায় ফরিদপুর শহরে এক বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সকাল

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

১০ আগষ্ট শুক্রবার ২০১২

সবার সাথে সবসময় প্রতিদিন

দেশতথ্য

১০ আগষ্ট শুক্রবার ২০১২

মেহেরপুরে শ্রী কৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী পালিত

শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিন শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের উদ্যোগে মেহেরপুর শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দিরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা. রমেশ চন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, মধাব ভাক্তর, কার্তিক চন্দ্র মল্লিক, তপন দত্ত প্রমুখ। পরে সেখানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দৈনিক

জননেত্র

DAINIK JANANETRA (নিরপেক্ষ জাতীয় দৈনিক)

দৈনিক ঠিকানা ১৫ আগস্ট, ২০১২

নেত্রকোনা ও কলমাকান্দায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালিত

গণমন ১৩/০৮/২০১২

জন্মাষ্টমী পালিত

॥ গণমন রিপোর্ট ॥

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসব শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী গত ৯ আগষ্ট ফরিদপুরে পালিত হয়।

এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য (শেষের পাতায় দেখুন)

ভাষা সৈনিক ডাঃ ননী গোপাল সাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন

॥ গণমন রিপোর্ট ॥

ফরিদপুরের বিশিষ্ট সমাজ সেবক, রবীন্দ্র গবেষক, সুবক্তা, ভাষা সৈনিক ডাঃ ননী গোপাল সাহার শেষকৃত্য গত ১১ আগষ্ট দুপুরে স্থানীয় অম্বিকাপুর (৭ এর পাতায় দেখুন)

জেলা প্রশাসন আয়োজিত জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক হেলালুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শহরে একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। - ছবিঃ রুহুল আমীন।

দৈনিক মাথাভাঙ্গা

১০ আগস্ট ২০১২ চুয়াডাঙ্গা

জন্মাষ্টমী : বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর ১১/০৮/২০১২

জন্মাষ্টমী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আলোচনা সভা

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণ শিক্ষা কার্যক্রম ৩য় পর্যায়, কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ে। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি নির্মল পাল, ট্রাস্টি (হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা। উপস্থিত ছিলেন মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণ শিক্ষা কার্যক্রম ৩য় পর্যায়, কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক কাকলী রানী মজুমদার। আরো উপস্থিত ছিলেন, মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার ...

আমাদের কুমিল্লা

চাঁদপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লার সেতুবন্ধন

Wednesday 15 August • 2012 তৃতীয় বর্ষ • ৩০৪ সংখ্যা • ৩১ শ্রাবণ ১৪১৯

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কুমিল্লা আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রাস্টি বাবু নির্মল পাল

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

৯-০০টায় স্থানীয় অম্বিকা হলে আলোচনা সভা এবং সকাল এগারটায় প্রসাদ বিতরণ। এর আগে গত ২৯ জুলাই জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতিমূলক সভায় সার্বিক আয়োজনকে প্রাণবন্ত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা উপ-কমিটি, জনাব অরুন চন্দ্র মহোত্তম, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার এর নেতৃত্বে আলোচনা উপ-কমিটি, জনাব অসিত কুমার মজুমদার, জিপি, জজ কোর্ট এর নেতৃত্বে প্রসাদ বিতরণী উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের দিন ২০১০ ও ২০১১ সালের দুর্গাপূজায় যেসব দুর্গামন্ডপ/প্রতিমা বিজয়ী হয়েছে তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক ঠিকানা ও গণমন (দৈনিক পত্রিকা), ১৩আগষ্ট, ২০১২ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

রাজশাহী ঃ- মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, রাজশাহীর সহায়তায় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের আয়োজনে গত ৯আগস্ট, ২০১২ তারিখে বেলা ১২-০০ঘটিকায় স্থানীয় ঁরী বরদা কালিমাতা মন্দির মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক শ্রী দীপক রঞ্জন অধিকারী (উপসচিব)। এতে সভাপতিত্ব করেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রী তপন কুমার সেন। অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য আলোচনা করেন মূল আলোচক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সোমনাথ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজিত কুমার সরকার, ইঞ্জিনিয়ার জীবন কুমার হেলা, রাজশাহী মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি ঁরী বরদা কালিমাতা মন্দিরের সভাপতি বিমল কুমার সরকার, শ্যামল কুমার ঘোষ, বিপদ ভঞ্জন শীল প্রমুখ।

আলোচনা সভার পূর্বে পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সকাল ১০-৩০টায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয় শ্রীশ্রী গোপীনাথ ও লক্ষ্মী নারায়ণ দেববিগ্রহ হুনুমানজিউর আখড়া অঙ্গন থেকে। শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র জনাব এইচএম খায়রুজ্জামন লিটন। শোভাযাত্রায় অংশ নেন রাজশাহী সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়া ঃ- কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক বনমালী ভৌমিক বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে শামিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পৃথিবীতে যখন অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের দমন আর সৃষ্টের পালন করেছিলেন। জেলা প্রশাসক বলেন, কংস রাজার অন্যায় অত্যাচারে যখন সবাই অতিষ্ট তখন শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে এসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী তিথি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার পরিচালনায় গত ৯আগষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়ার কেন্দ্রীয় মন্দির শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির প্রাঙ্গনে, ধর্মালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ও শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির কমিটির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দীর সভাপতিত্বে ধর্মালোচনায় বক্তব্য রাখেন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক পরিষদের সভাপতি এ্যাড. সুধীর কুমার শর্মা, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রমেশ চন্দ্র দত্ত, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহ-সভাপতি ও কুষ্টিয়া মহা-শ্মশান মন্দির কমিটির সভাপতি বিজয় কুমার কেজরীওয়ালা, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র নাথ সাহা, বড় বাজার সার্বজনীন পূজা মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অশোক সাহা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক সুনীল রেখা, কলামিষ্ট ও গবেষকক গৌতম কুমার রায় প্রমুখ। রাত ১২টা ১মিনিটে শঙ্খ, উলুর ধ্বনী, ঘন্টা, ঢাকসহ বিভিন্ন বাদ্যবাজনার মধ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লগ্ন ঘোষনা করা হয়।

(দৈনিক আন্দোলনের বাজার, ১০আগষ্ট, ২০১২)

মৌলভীবাজার ঃ- মৌলভী বাজার জেলার কর্মসূচীর মধ্যে ছিল মৌলভীবাজার পৌরসভা অডিটরিয়ামে বেলা ২:০০টায় আলোচনা সভার আয়োজন। এর আগে শুভ জন্মাষ্টমীর কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)কে আহবায়ক করে ২০সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় জেলা প্রশাসক প্রতিবছর শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপনের জন্য একটি পৃথক ব্যাংক একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেন।

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

উল্লেখ্য, এবারই প্রথম জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঘোষিত সরকারী ছুটি উপলক্ষে চা বাগানসমূহে প্রদান করা হয়। তৎপূর্বে প্রস্তুতিমূলক সভায় চা বাগান শ্রমিকরা শুভ জন্মাষ্টমীর ছুটি প্রদান করা হয় না জেনে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষনিক সকল চা বাগান কর্তৃপক্ষকে ছুটি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। জেলা পর্যায়ে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপনের উদ্যোগের কারণেই চা বাগান শ্রমিকরা একটি ন্যায্য ছুটি প্রাপ্ত হলেন।
[তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

চাঁদপুর ঃ- জেলা প্রশাসক শ্রী প্রিয়তোষ সাহার সার্বিক তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল সকালে শ্রী শ্রী গোপাল জিউর আখড়া হতে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ঐদিনই শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রী শ্রী গোপাল জিউর আখড়া প্রাঙ্গনে এক

নীলফামারী ঃ- শুভ জন্মাস্টমী উপলক্ষে স্থানীয় কেন্দ্রীয় কালিবাড়ী মন্দির হতে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে ঐ মন্দির প্রাঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হয় শুভ জন্মাষ্টমীর আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবদুল মজিদ। গত ০২রা আগষ্ট তারিখে জেলা প্রশাসক জনাব মজিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভার মাধ্যমে তিনি পুরো কর্মসূচী সমন্বয় করেন। নীলফামারী কেন্দ্রীয় কালিবাড়ী মন্দির প্রাঙ্গন থেকে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্পের সহকারী পরিচালক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন।
[তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবিরণী।]

রংপুর ঃ- ৯আগষ্ট, ২০১২ ২৪শ্রাবণ ১৪১৯ বৃহস্পতিবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব পূণ্যতিথিতে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় রংপুর টাউন হলে সকাল ১০-০০টায় অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আলোচনা। দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পুরস্কার এবং চেক বিতরনী অনুষ্ঠান। সভাপতিত্ব করেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রী রথীশ চন্দ্র ভৌমিক বাবুসোনা এবং অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ জসিমউদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বর্মা, রংপুরের জেলা প্রশাসক জনাব ফরিদ আহাম্মদসহ স্থানীয় পূজা উদযাপন পরিষদ ও ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম প্রামাণিক।

মাদারীপুর ঃ- জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ নূর-উর-রহমানের সার্বিক তত্বাবধানে মাদারীপুর জেলায় শুভ জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান পালন করা হয়। শুভ জন্মাষ্টমীর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পুরাণ বাজারস্থ স্থানীয় রাধাগোবিন্দ মন্দির হতে শোভাযাত্রা, এবং ঐ মন্দিরেই সন্ধ্যার পর আলোচনা সভা। শোভাযাত্রায় অংশ নেন শতশত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। এর আগে গত ৫আগষ্ট,২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতিমূলক সভায় সার্বিক কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হয়। [তথ্যসূত্র: জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

বাগেরহাট ঃ- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত জন্মাষ্টমী শোভাযাত্রা সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ আয়োজিত শালতলা শ্রীশ্রী হরিসভা মন্দির প্রাঙ্গনের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এদিকে সার্বজনীন জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন বাগেরহাট সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এ্যাড. মীর শওকাত আলী বাদশা। এ সময়ে জেলা প্রশাসক মোঃ আকরাম হোসেন, পুলিশ সুপার খোন্দকার রফিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ, শিব প্রসাদ ঘোষ, স্বামী অখিলেশানন্দ, অমিত রায়সহ সার্বজনীন জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর বেলা আড়াইটায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের জেলা কার্যালয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মামুন বাবর এর পরিচালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় হিন্দু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
[তথ্যসূত্র : সহকারী পরিচালকের প্রেসবিজ্ঞপ্তি ও দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ১০আগষ্ট, ২০১২।]

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ

মাদারীপুর

ঝিনাইদহ

খাগড়াছড়ি

বাগেরহাট

সুনামগঞ্জ

ঠাকুরগাঁও

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুভ জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ১লা আগষ্ট প্রস্তুতিমূলক সভায় জেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদেও সভাপতি প্রফেসর রনজিত কুমার বণিককে সভাপতি এবং বিমল চৌধুরীকে সদস্য-সচিব ককের ২৮সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিকাল ৪টায় চাঁদপুর শহরের নতুন বাজার এলাকার গোপাল জিউর আখড়া মন্দির হতে বের হওয়া র‍্যালী উদ্বোধন করেন চাঁদপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মিহির লাল সাহা।

[তথ্যসূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী ও দৈনিক ইল্‌শেপাড়, ১০আগস্ট, ২০১২।]

লালমনিরহাট ঃ- শুভ জন্মাষ্টমীর দিন সকাল ৯-৩০এ শ্রী গৌরী শংকর গোশালা সোসাইটি প্রাঙ্গনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভা শেষে বেলা ১০-০০টায় ঐ স্থান হতে এক র‍্যালী বের হয়।

এর আগে ২৯জুলাই তারিখে শুভ জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোখলেছার রহমান সরকার এর সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

[সূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

শরীয়তপুর ঃ- গত ৯আগষ্ট, ২০১২ তারিখে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে স্থানীয় পালং হরিসভা কেন্দ্রীয় মন্দির প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। [সূত্র : জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের পত্র।]

গোপালগঞ্জ ঃ- গত ৯আগষ্ট ২০১২ তারিখে সকাল ১০-০০টায় সার্বজনীন কেন্দ্রীয় কালীবাড়ীতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা শেষে এক র‍্যালী/শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এর আগে গত ০১/০৮/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক জনাব শেখ ইউসুফ হারুন এর সভাপতিত্বে প্রস্তুতিমূলক সভায় শুভ জন্মাষ্টমীর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

[সূত্র : দৈনিক ঠিকানা, গণমন এবং জেলা প্রশাসকের কার্যবিবরণী।]

সাতক্ষীরা ঃ- জন্মাষ্টমীর দিন অর্থাৎ গত ৯আগষ্ট, ২০১২ তারিখে দুপুর একটায় পুরাতন সাতক্ষীরা মায়ের বাড়ীতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সদর)কে আহবায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এর আগে গত ২৯/০৭/২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক ড.মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার এর সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতিমূলক সভার মাধ্যমে শুভ জন্মাষ্টমীর কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হয়।

কিশোরগঞ্জ ঃ- শুভ জন্মাষ্টমী, ২০১২ উপলক্ষে ৯ আগষ্ট সকালে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। আনন্দ শোভাযাত্রায় শিশু কিশোর ও বয়:বৃদ্ধরা শ্রীকৃষ্ণসহ বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। অতঃপর স্থানীয় মন্দিরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ কিশোগঞ্জ শাখার সভাপতি এ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন।

খুলনা ঃ- খুলনার কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ৯ই আগষ্ট সকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আর্য ধর্মসভা হতে মাঙ্গলিক শোভাযাত্রা এবং আলোচনা সভা।

শোভাযাত্রার উদ্বোধন পূর্ব আলোচনায় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসক শেখ হারুনুর রশীদ, সাবেক হুইপ এসএম মোস্তফা রশিদী সুহজা, আলহাজ্ব মিজানুর রহমান মিজান, সাবেক সংসদ সদস্য পঞ্চানন বিশ্বাস, পূজা পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সুজিত কুমার সাহাসহ আরো অনেকে। বক্তৃতা করেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি নিমাই রায়, ড. তপচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, প্রশান্ত কুমার কুন্ডু, কামরুজ্জামান জামাল, দেব দুলাল বাড়ৈ বাপ্পী, আরাফাত হোসেন পল্টুসহ আরো অনেকে। এদিকে

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

পিরোজপুর

পিরোজপুর

কুমিল্লা

পঞ্চগড়

পিরোজপুর

রাজশাহী

খাগড়াছড়ি

কিশোরগঞ্জ

জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টের ব্যানারে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন

টুটপাড়া গাছতলা মন্দির প্রাঙ্গন হতে অপর এক শোভাযাত্রায় প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন খুলনা জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৭ই আগষ্ট, ২০১২ তারিখে জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়।

[সূত্র : দৈনিক পূর্বাঞ্চল ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যবিবরণী।]

চূয়াডাঙ্গা ঃ- চূয়াডাঙ্গার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন চূয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, চূয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার, নেজারত ডেপুটি কালেকটর কাজী সায়েমুজ্জামান ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সরকার অসীম কুমার অংশ নেন। এছাড়াও বড়বাজার দুর্গা পূজামন্ডপের সুরেশ সাহা, বিভু লঞ্জন চাকী, উজ্জ্বল অধিকারী, রবীন সাহা, দিনু, জয়নাথ, শংকর দে, শ্যামল নাথসহ সম্প্রদায়ের সর্বস্তরের সদস্যরা অংশ নেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি শহরের ফেরীঘাট রোডসহ প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শেষে বড়বাজার দুর্গামন্ডপে সমাপনী পর্বে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক মাথাভাঙ্গা, ১০/০৮/২০১২।]

নেত্রকোনা ঃ- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সার্বজনীন জন্মাষ্টমী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে জন্মাস্টমীর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রম। শ্রী কেশব রঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক জনাব আনিস মাহমুদ, পুলিশ সুপার শ্রী জয়দেব কুমার ভদ্র, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব তফসির উদ্দিন খান, অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার সাহা, নির্মল কুমার দাস, এ্যাড. সিতাংশু বিকাশ আচার্য, মঙ্গল চন্দ্র সাহা, মানিক রায়, সুনীল কুমার সরকার। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র শ্রী প্রশান্ত কুমার রায়। [তথ্যসূত্র : দৈনিক জননেত্র, ১২আগষ্ট, ২০১২।]

খাগড়াছড়ি ঃ- পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাস্টমী উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আয়োজনে এবং শুভ জন্মষ্টমী উদযাপন পরিষদ ও শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির এর সহযোগিতায় খাগড়াছড়িতে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগাম্ভির্যের সাথে দিনটি উদযাপন করা হয়। বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালী শেষে মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

এছাড়াও মাগুরায় স্থানীয় মাগুরা কালীবাড়ীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজবাড়ীতে অর্জনকান্দা হরিতলা মন্দির প্রাঙ্গনে জেলা প্রশাসন ও জন্মাষ্টমী পরিষদের যৌথ উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে। মুন্সীগঞ্জে স্থানীয় জয়কালী মাতা মন্দিরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় শুভ জন্মাষ্টমীতে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পটুয়াখালীতে শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সেন্টারপাড়া হিন্দু সমাজগৃহ আলোকসজ্জিত করা হয় এবং গৃহ প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বরিশাল, রাঙ্গামাটি, চাপাইনবাবগঞ্জ, কক্সবাজার, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, ভোলা, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, শেরপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, ঝালকাঠী, বরগুনা প্রভৃতি জেলায় শুভ জন্মষ্টমীকে আলোচনা সভাসহ অন্যান্য কর্মসচী গ্রহণ করা হয়।

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়’ প্রকল্প

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একমাত্র প্রকল্প হলো ‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্প। প্রাাকক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং বয়স্ক শিক্ষাকেকন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এই প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৫০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চলছে। এ কার্যক্রম সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশু ও নিরক্ষর ব্যক্তিদের আত্মিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করছে। প্রকল্পটি একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা কেন্দ্রের ৮০%-এর বেশি শিক্ষকই নারী। প্রকল্পের ধর্মীয়, নৈতিক এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক শৃঙ্খলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে যা ‘সন্ত্রাসবাদের’ (টেরোরিজম) বিরুদ্ধে অনুঘোটক (ক্যাটালিষ্ট) হিসেবে কাজ করছে।

এ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একটি বড় অংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী যারা প্রকল্পে আন্তরিকতার সাথে ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন, এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ প্রকল্প সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারের রূপকল্প-২০২১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৪৮টি জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ট্রাস্টের জেলা পর্যায়ে কোন অফিস না থাকায় এসব কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকগণ ট্রাস্টের মাঠ পর্যায়ের কিছু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং সম্মানিত ট্রাস্টিদের সহায়তা প্রদান করেন।

শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচে তুলে ধরা হলো:-

ক্রঃ নং	শিক্ষাবর্ষ	কেন্দ্র সংখ্যা	প্রাক-প্রাথমিক (জন)	বয়স্ক (জন)	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)
১।	২০০৯	২৮০৪(২৬৮৭/১১৭)	৮০,৬১০	২,৯২৫	৮৩৫৩৫
২।	২০১০	২৮০৪(২৬৮৭/১১৭)	৮০,৬১০	২,৯২৫	৮৩৫৩৫
৩।	২০১১	২৩৪৯(২২৭১/৮১)	৬৮,১৩০	২,০২৫	৭০১৫৫
৪।	২০১২	৫২৫০(৫০০০/২৫০)	১,৫০,০০০	৬,২৫০	১,৫৬,২৫০
৫।	২০১৩	৫২৫০(৫০০০/২৫০)	১,৫০,০০০	৬,২৫০	১,৫৬,২৫০
	মোট		৫,২৯,৩৫০	২০,৩৭৫	৫,৪৯,৭২৫

ছবি : একটি প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র।

ছবি : ঢাকা অঞ্চলের শিক্ষকদের রিফ্রেসার্স কোর্স

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র সরকারী প্রকল্প এটি। ২০০১ সালে সর্বপ্রথম প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় এবং ১ম পর্যায়ের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৭৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল বাংলাদেশের নির্ধারিত ২১টি জেলার ৮৪টি উপজেলায়। ১ম পর্যায় প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয় জুন ২০০৭ সালে। মেয়াদ শেষে প্রকল্পটি সামান্য পরিসরে সম্প্রসারিত করে প্রকল্পের কার্যক্রম ৩২টি জেলার ১২৮টি উপজেলা নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রম দেশের সকল অঞ্চলে অর্থাৎ ৬৪টি জেলার ৪৮৫ উপজেলায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা হলেও ৩য় পর্যায়ে সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৭৬৯.৭২ লক্ষ টাকা। ২য় পর্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ২৮০৪টি। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি করে ৫২৫০টি করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে প্রকল্পের জনবল ছিল ১৪১জন। আর ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পে প্রকল্পের জনবল বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩ জন হয়েছে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার কারণে প্রকল্পের এ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

ছবি : প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালা ২০১২ অনুষ্ঠানে বিচারপতি গৌরগোপাল সাহা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক শামীম এবং প্রকল্প পরিচালক স্বপন কুমার বড়াল।

Hindu Religious Welfare Trust
Established - 1983

প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ের তুলনামূলক চিত্র

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ কাল	অর্থ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কার্যক্রমের আওতাধীন		আঞ্চলিক অফিস	শিক্ষাকেন্দ্র	কর্মকর্তা ও কর্মচারী
			জেলা	উপজেলা			
মন্দির ভিত্তিক পাঠগার স্থাপন এবং শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক ১ম-পর্যায়	জুলাই ২০০২-জুন ২০০৭	১৭৩০.০০	২১ টি	৮৪ টি	২১ টি	২৫২০ টি	৯৩ জন
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক ২য়- পর্যায়	জুলাই ২০০৭-জুন ২০১০	২৪৭৯.০০	৩২ টি	১২৮ টি	৩২ টি	২৮০৪ টি	১৪১ জন
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক ৩য়- পর্যায়	জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩	৭১২৫.৩৪	৬৪ টি	৪৮৫ টি	৪৮টি	৫২৫০ টি	২৪৩ জন

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়’ প্রকল্প

শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষা উপকরণ

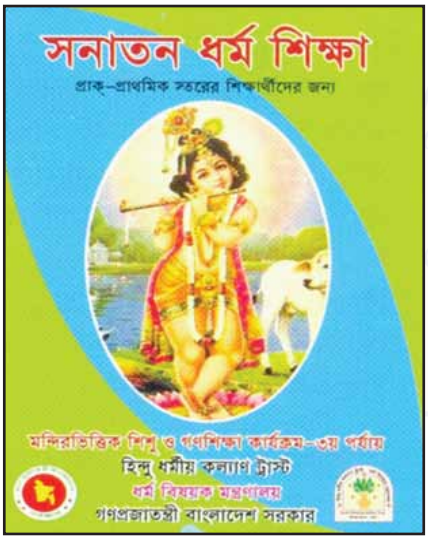

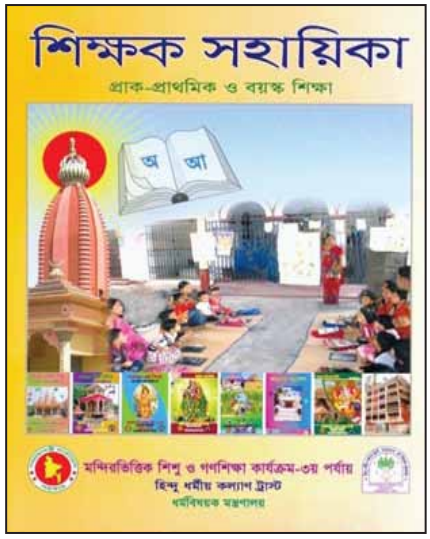

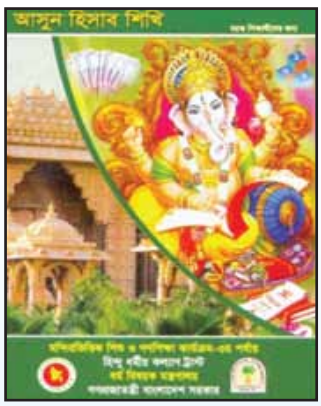

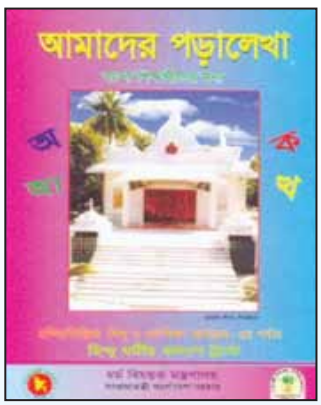

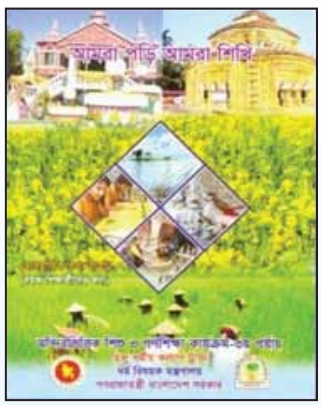

ট্রাস্ট প্রকাশনা

১৪১৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়েছে ট্রাস্টের আইন-বিধি নিয়ে ইংরেজীতে সংকলিত বুকলেট। এই বুকলেট ট্রাস্ট আইন সম্পর্কে ব্যপক প্রচার করার জন্য সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'The Hindu Religious Welfare Trust Osdinance, 1983 & The Hindu Religious Welfare Trust Rules, 1985'। পরবর্তী সংশোধনীসমূহ এবং ২০০৪সালে সরকার কর্তৃক বাংলায় বঙ্গানুবাদকৃত গেজেট এই বুকলেটে সন্নিবেশিত হয়েছে। সংকলনের পরিশিষ্টে 'গীতা সার' এবং পবিত্র গীতা সম্পর্কে 'মহৎ ব্যক্তিদের মহৎ মন্তব্য' সংযোজন করা হয়েছে। এই সংকলন ট্রাস্ট সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও ভুল ধারণা দূরীকরণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। অনেকেই ট্রাস্টকে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভুল করতেন।

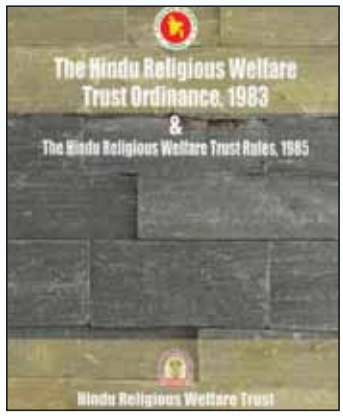

একই সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে একটি 'ব্রোশিয়ার' যার মধ্যে ট্রাস্টের চলমান কর্মকান্ডকে তুলে ধরা হয়েছে। এতে ট্রাস্টের কার্যাবলী, উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, নাগরিক সনদ এবং ট্রাস্টিদের নাম ও টেলিফোন/মোবাইল নম্বর সন্নিবেশিত হয়েছে।

এসব প্রকাশনা সরকারের উর্ধতন পর্যায়ে, প্রত্যেক জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এবং ট্রাস্টের সাথে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ ব্যপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

ট্রাস্টের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক) ট্রাস্টের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালুকরণ ঃ

তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিজস্ব ডায়নামিক ওয়েবসাইট www.hindutrust.gov.bd চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইট হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ড ব্যাপক প্রচার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুদান ফর্মসহ ট্রাস্টের অধ্যাদেশ, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিতরণকৃত অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমহের নামের তালিকা, জরিপের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ জেলাভিত্তিক তালিকা ওযেবসাইটে পাওয়া যাবে।

খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও সনদপত্র প্রদান ঃ

দেশের হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকাভুক্তির কাজ চলছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ট্রাস্ট পরিচালিত এ কার্যক্রমে ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভূক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি করে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে একটি নতুন কর্মসূচীর মাধ্যমে সারা দেশের সকল হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জরিপ পরিচালনা করে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

গ) গীতা পাঠক মনোনয়ন ও প্যানেল তৈরী ঃ

সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করার জন্যে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গীতাপাঠক মনোনয়ন প্রদান করার জন্য বিবিন্ন সময়ে ট্রাস্টকে অনুরোধ জানান হয়। এজন্যে গীতা পাঠকদেও সমন্বয়ে একটি প্যানেল তৈরী করা হয়েছে। প্যানেলভুক্ত গীতাপাঠকদের বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করার জন্যে তাৎক্ষনিক মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

ঘ) হিন্দুধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ ঃ

বৈদেশিক দাতা সংস্থা UNFPA-এর আর্থিক সহায়তায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদেও সম্পৃক্তকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৯টি ব্যাচে ২৬৭জন হিন্দু ধর্মীয় নেতার প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে ঢাকা জেলায় ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় এবং অন্যান্য দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া (কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চূয়াডাঙ্গা জেলা), নোয়াখালী (নোয়াখালী ও ফেণী জেলা), রংপুর, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল শেরপুর ও জামালপুরসহ), ও মাগুরা (রাজবাড়ীসহ) জেলায় 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৩য় পর্যায়' প্রকল্পের জেলা/আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকদের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাচে ৩০জন প্রশিক্ষনার্থীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ নির্ধারিত ছিল এবং কুষ্টিয়ায় মেহেরপুর ও চূয়াডাংগা জেলার ধর্মীয় নেতাদের

সম্পৃক্ত করা হয়েছে। একইভাবে নোয়াখালীতে ফেণী জেলার এবং মাগুরায় রাজবাড়ী জেলার ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ" শীর্ষক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গত ১৮/০৯/১২ ও ১৯/০৯/১২তারিখে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে ঢাকা জেলার ২৭জন হিন্দু ধর্মীয় নেতা অংশগ্রহণ করেন। জেন্ডারের ধারণা, সমাজে নারী পুরুষের বিদ্যমান অবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ ও নিরুৎসাহিতকরণ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, নারীর অধিকার এবং এসব ক্ষেত্রে ধর্মীয়নেতৃবৃন্দের করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস সচিব শ্রী প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর। দ্বিতীয় দিন প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যান বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা।

ঙ) দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া উপস্থাপন ঃ

হিন্দু সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবী ও চাহিদার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে অত্র ট্রাস্ট দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইন এর খসড়া তৈরী করে, যা মন্ত্রিপরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর আইনে পরিণত হতে চলেছে।

Hindu Religious Welfare Trust
Established - 1983

চ) বিবিধ কার্যক্রম ঃ

* হিন্দু ধর্মীয় বিষয়ে যেমন, সরকারী ছুটি নির্ধারণ, দেবোত্তর আইন প্রণয়ন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অত্র ট্রাস্ট নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করছে।
* প্রতিবছর শুভ জন্মাষ্টমী ও শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে অত্র ট্রাস্ট নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে।
* দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, হিন্দুদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে আসছেন।

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

মেয়াদ: ১৩.০৬.২০১৩ হতে তিন বছর

নাম ও পরিচিতি	পদবী	জেলা/কর্ম এলাকা ([illegible])
অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	সমগ্র বাংলাদেশ
বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা সাবেক চেয়ারম্যান, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুনাল	ভাইস চেয়ারম্যান	সমগ্র বাংলাদেশ, ঢাকা মহানগর, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ
শ্রী মানিক লাল সমাদ্দার সাবেক সচিব	ট্রাস্টি	বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরা
শ্রী গনেশ চন্দ্র ঘোষ পাবনা	ট্রাস্টি	পাবনা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা।
শ্রী সুশান্ত চন্দ্র খাঁ সাবেক যুগ্মসচিব	ট্রাস্টি	লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম
শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢা. বি.	ট্রাস্টি	মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও মাগুরা
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার সমাজ কর্মী ও রিসার্চ ফেলো	ট্রাস্টি	নোয়াখালী ও ফেনী
শ্রী সুরজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা সভাপতি, ইসকন, খাগড়াছড়ি	ট্রাস্টি	বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি
আশালতা বৈদ্য গোপালগঞ্জ	ট্রাস্টি	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও নড়াইল
শ্রী তপন কুমার সেন রাজশাহী	ট্রাস্টি	রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ
এডভোকেট নিভা রানী বিশ্বাস মুন্সিগঞ্জ	ট্রাস্টি	মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ফরিদপুর
শ্রী স্বপন কুমার রায় সিরাজগঞ্জ	ট্রাস্টি	সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও
শ্রী নির্মল কান্তি দাস ঢাকা	ট্রাস্টি	ঢাকা জেলা, গাজীপুর ও রাজবাড়ি
শ্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ (মন্টু) চট্টগ্রাম	ট্রাস্টি	চট্টগ্রাম (উঃ), মহানগর (দঃ) ও লক্ষীপুর
শ্রী রাখাল চন্দ্র ঘোষ হবিগঞ্জ	ট্রাস্টি	হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ
অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায় খুলনা	ট্রাস্টি	খুলনা, বাগেরহাট ও যশোহর
এ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু বগুড়া	ট্রাস্টি	বগুড়া, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা
শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা টাঙ্গাইল	ট্রাস্টি	টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোণা
এ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবু সোনা) রংপুর	ট্রাস্টি	রংপুর, পঞ্চগড় ও নীলফামারী
জনাব নির্মল পাল কুমিল্লা	ট্রাস্টি	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শ্রী বিপুল বিহারী হালদার পিরোজপুর	ট্রাস্টি	পিরোজপুর, ঝালকাঠী ও ভোলা
শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত চট্টগ্রাম	ট্রাস্টি	চট্টগ্রাম (দঃ), মহানগর (উঃ) ও কক্সবাজার

সূত্র : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ১৬.০০.০০০০.০০৪.০৩.৪৯.১৩.১৬০, তারিখ : ১৩.০৬.২০১৩ খ্রিঃ।

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

মেয়াদঃ ০৬.০৬.২০১০ হতে তিন বছর

নাম ও পরিচিতি	পদবী	জেলা/কর্ম এলাকা ([illegible])
আলহাজ্জ মোঃ শাহজাহান মিয়া এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	সমগ্র বাংলাদেশ
বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা চেয়ারম্যান প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল	ভাইস চেয়ারম্যান	[illegible]
শ্রী হীরালাল মালাকার সাবেক সচিব	ট্রাস্টি	ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও সাতক্ষীরা
শ্রী মানিকলাল সমাদ্দার সাবেক সচিব	ট্রাস্টি	পটুয়াখালী ও বরগুনা
শ্রী এস পি দাস সাবেক যুগ্ম-সচিব	ট্রাস্টি	লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম
শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ট্রাস্টি	মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও মাগুরা
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার সিনিয়র সমাজ কর্মী ও রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস	ট্রাস্টি	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী
শ্রী সুধীর নন্দী কন্ঠশিল্পী	ট্রাস্টি	হবিগঞ্জ
মিস্ আশালতা বৈদ্য গোপালগঞ্জ	ট্রাস্টি	গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও নড়াইল
শ্রী তপন কুমার সেন রাজশাহী	ট্রাস্টি	রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ
এ্যাড. নিভা রানী বিশ্বাস মুন্সীগঞ্জ	ট্রাস্টি	মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ও ফরিদপুর
শ্রী স্বপন কুমার রায় পাবনা- সিরাজগঞ্জ	ট্রাস্টি	পাবনা, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও
শ্রী নির্মল কান্তি দাস সাভার, ঢাকা	ট্রাস্টি	ঢাকা জেলা, গাজীপুর ও রাজবাড়ী
শ্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ নাথ (মন্টু) চট্টগ্রাম	ট্রাস্টি	চট্টগ্রাম (দঃ), মহানগর (উঃ) ও খাগড়াছড়ি
শ্রী রাখাল চন্দ্র ঘোষ হবিগঞ্জ	ট্রাস্টি	সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ
অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায় খুলনা	ট্রাস্টি	খুলনা, বাগেরহাট ও যশোহর
শ্রী উজ্জ্বল প্রসাদ কানু বগুড়া	ট্রাস্টি	বগুড়া, জয়পুরহাট ও গাইবান্ধা
শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা টাঙ্গাইল	ট্রাস্টি	টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোনা
এ্যাডভোকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবুসোনা) রংপুর	ট্রাস্টি	রংপুর, পঞ্চগড় ও নীলফামারী
শ্রী নির্মল পাল কুমিল্লা	ট্রাস্টি	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শ্রী বিপুল বিহারী হালদার পিরোজপুর	ট্রাস্টি	বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী ও ভোলা
শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত চট্টগ্রাম	ট্রাস্টি	চট্টগ্রাম (উঃ), মহানগর (দঃ), রাঙ্গামাটি বান্দরবান ও কক্সবাজার

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-[illegible], তারিখ: ০৬/০৬/২০১০খ্রিঃ।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ)

বর্তমানে কর্মরতদের নাম	পদের নাম	
প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর	সচিব (যুগ্মসচিব)	(জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রেষণে নিয়োগকৃত)
প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস	ফিল্ড অফিসার	সরাসরি নিয়োগকৃত
মোঃ গোলাম আজম	ব্যক্তিগত সহকারী(সাঁট-লিপিকার)	সরাসরি নিয়োগকৃত
শুন্য	হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার	
মোঃ আবদুল লতীফ	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	সরাসরি নিয়োগকৃত
মোঃ মনির উদ্দিন	সহকারী হিসাব রক্ষক -কাম-ক্যাশিয়ার	সরাসরি নিয়োগকৃত
মোঃ বাহার মিয়া	গাড়ী চালক	সরাসরি নিয়োগকৃত
ভুবন চন্দ্র দাস	এমএলএসএস	সরাসরি নিয়োগকৃত
মোঃ জাহাঙ্গির আলম মিলন	পিয়ন	সরাসরি নিয়োগকৃত
নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস	ঝাড়ুদার	সরাসরি নিয়োগকৃত
বিমল কুমার শীল	দারোয়ান	

নাগরিক সনদ

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সেবাদান প্রক্রিয়া

কার্যক্রম	সেবা গ্রহণকারী	সময়সীমা	কর্মপদ্ধতি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান	হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।	সেপ্টেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে নির্ধারিত ফরমে আবেদন জমা দিতে হবে। ট্রাস্ট কর্তৃক মঞ্জুরীর পর চেক রেজিষ্টেরী ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।	নির্ধারিত ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইট www.hindutrust.gov.bd থেকে সংগ্রহ/ ডাউনলোড করা যাবে। ফরম এর ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম ট্রাস্টে জমা দেবার পর চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি অনুদানের মঞ্জুরি প্রদান করেন।
দুঃস্থদের অনুদান প্রদান	দুঃস্থ হিন্দু জনসাধারণ	ঐ	ঐ
দুর্গাপূজায় আর্থিক সহায়তা প্রদান (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত)	দুর্গা পুজামন্ডপ কর্তৃপক্ষ/কমিটি।	প্রতিবছর শারদীয় দুর্গাপূজার প্রাক্কালে।	দেশের উল্লখযোগ্যসংখ্যক পূজা মন্ডপে জেলা প্রশাসক/ট্রাস্টিদের মাধ্যমে বিতরন করা হয়ে থাকে।
মন্দিরভিত্তিক প্রাক্-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম।	হিন্দু পরিবারের প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু (৩ হতে ৫ বছর)।	সিট শুন্য থাকা সাপেক্ষে ভর্তি প্রতিবছর জানুয়ারী মাসে।	কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে শিশুকে ভর্তি করাতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিশুদের বিনামূল্যে বই, স্লেটসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়।
মন্দিরভিত্তিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম।	অক্ষর জ্ঞানহীন হিন্দু ব্যক্তিবর্গ (১৫ হতে ৪৫ বছর বয়স্ক)।	ঐ	কেন্দ্র শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে ভর্তি হতে হবে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, স্লেটসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়।
হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জরিপ ও তালিকাভুক্তিকরণ কার্যক্রম।	হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ।	আবেদন প্রাপ্তির পর ৩দিন	নির্ধারিত ফরম ট্রাস্টের ওয়েবসাইট www.hindutrust.gov.bd থেকে সংগ্রহ/ ডাউনলোড করা যাবে। ফরম এর ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য। যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম ট্রাস্টে জমা দেবার পর যাচাইঅন্তে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তালিকাভুক্তির সনদ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য,তালিকাভুক্তির জন্যে কোন ফি প্রদান করতে হয় না।

Geeta Saar (Essence of the Gita)

[The Bhagwat-Gita is a most, if not the most, popular Hindu Scripture. It is the devine voice of the God. Here below is the brief essence of the Philosophy of Bhagwat Gita.
Teachings of Bhagwat Gita were given by Lord Krishna, the God Himself to his disciple Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. These teachings were given more than 5000 years ago but these are still relevant today in our lives.]

Whatever happened in the past, it happened for the good;
Whatever is happening, is happening for the good;
Whatever shall happen in the future, shall happen for the good only.
Do not weep for the past, do not worry for the future, concentrate on your present life.

What did you bring at the time of birth, that you have lost?
What did you produce, which is destroyed?
You didn't bring anything when you were born.
Whatever you have, you have received it from the God only while on this earth.
Whatever you will give, you will give it to the God.
Everyone came in this world empty handed and shall go the same way.
Everything belongs to God only.

Whatever belongs to you today, belonged to someone else earlier and
shall belong to some one else in future.
Change is the law of the universe.

You are an indestructible Soul & not a body.
Body is composed of five elements - Earth, Fire, Water, Air and Sky;
one day body shall perish in these elements.
Soul lives forever even after death as soul is never born & never dies.
So Why do you worry unnecessarily?
What are you afraid of?

Devote yourself to the Almighty God only.
One who takes the support of God, always gains freedom from fear, worry and despair.

[Collection]